freelancer.com

একটি পরিপূর্ণ “ফ্রীলান্সার” টিউটোরিয়াল গাইড

লিখেছেনঃ আরিফুল ইসলাম শাওন

অনলাইনে প্রথম প্রকাশ এবং কৃতজ্ঞতাঃ

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বাংলা ব্লগ

URL: www.bigganprojukti.com

পিডিএফ প্রকাশ পৃষ্ঠপোশকতায়ঃ

rangpursource

try to..... change life yourself

URL: www.rangpursource.com

সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতিঃ

আমি **মোঃ আরিফুল ইসলাম শাওন, ফ্রীলান্স প্রোফেশনাল ব্লগার** এবং **ওয়েব ডেভেলপার।** জন্মগতভাবে স্থায়ী বসবাস, পড়াশুনা এবং কাজকর্ম সবকিছু রংপুর শহরকে ঘিরেই। ২০০৭ সাল থেকে ফ্রীলান্সিং শুরু করলেও সাফলতা পাই ২০০৯ এর শুরুর দিকে। মাঝখানের দু 'টি বছর প্রচুর সাধনা, পরিশ্রম এবং শিখার আগ্রহ নিয়ে কাজ করেই এখন কিছুটা হলেও সফল ভাবতে পারি নিজেকে। সাথে সাথে প্রতিটি মূহুর্ত কাজের পাশাপাশি নিজেকে শেখার মধ্যে নিয়োজিত রেখেছি।

ফ্রীলান্সিং এর পাশাপাশি বাংলা এবং ইংরেজীতে কয়েকটি ব্লগে ব্লগিং করছি ২০০৯ এর শেষের দিক থেকে। ফ্রীলান্সিং কাজের পাশাপাশি বর্তমানে রংপুরের স্থানীয় অনলাইন পত্রিকায় আইটি বিভাগের সাংবাদিকতার দ্বায়িত্ব পালন করছি ২০১১ এর শেষের দিক থেকে। বলা চলে নিজের প্রতিটি মুহুর্তকে কাজে লাগাতেই নিয়জিত থাকি।

পিডিএফ বইটি নিয়ে কিছু কথাঃ

বলা বাহুল্য, ফ্রীলান্সিং করার শুরুর দিকে যতটা কাঠখড় পাড়ি দিতে হয়েছে এবং এখনও দিতে হচ্ছে, তা এখনকার বেশির ভাগ নতুন ছেলে/মেয়ে, যারা এই লাইনে আসছে প্রতিনিয়তই তাদের এমন ধৈর্য্য ধরে কাজ শিখে নিজেকে এগিয়ে যাবার মানুষিকতা নেই। তাই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যেকোন কাজে অজ্ঞতা বশতঃ তাদের থেকে আয় করার আসল ইচ্ছাটাই দূরে চলে যায়। ফলে অনেকেই কম জেনে বা একে বারেই না জেনে এই লাইনে কাজ করতে এসে সফল হতে না পেরে তাদের মূল্যবান প্রতিটি মূহুর্তকে বিলিয়ে দিচ্ছে।

একটি কথা যারা আসলেই অনলাইনে আয় করছেন তাদের প্রতিটি মানুষের সফলতার পিছনে অনেক সময়, শ্রম এবং অধ্যাবসায় এবং চরম শিখার মানুষিকতাই তাদেরকে সাফল্যের দাঁড়প্রান্তে পৌছাতে সহায়তা করেছে। তাই এখনও যারা শিখার মানুষিকতা ছাড়া ইন্টারনেটে আয় করার স্বপ্নে বিভোর তারা এমন অর্থহীন স্বপ্নগুলোকে দূর করুন এবং সময় ব্যয় করে পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজ শিখতে শুরু করুন।

অনেকেই আছে কাজ জানেন কিন্তু কিভাবে ফ্রীলান্সিং সাইটগুলোতে কাজের জন্য আবেদন করবেন তা জানেন না বা আপনার আশে পাশের এমন কেউই নেই যাদের থেকে আপনি সাহায্য সহায়তা নিবেন। আবার এমনও আছেন হাজার হাজার টাকা খরচ করেও শিখতে পারে নাই আসলেই কিভাবে এই সাইটগুলোতে কাজ করতে হয়। না পারার কারন হিসেবে বলবো আপনি প্রোফেশনালী কাজগুলো দেখায় নেবার মত এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে পান নাই যারা আপনাকে হাতে কলমে এই কাজ গুলো শিখায় দিবে। তাই নিজের পিছনের সময়গুলোর কথা চিন্তা করে এবং অন্যরা যেন সহজেই কাজে নামতে পারে এই প্রয়াস নিয়ে সবার জন্য মাতৃভাষায় চিত্রভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ফ্রীলান্সিং গাইড "**ফ্রীলান্সার**" টিউটোরিয়াল প্রকাশ করছি।

নিজে কাজ করে বাস্তবিকতার আলোকে লিখা এই পিডিএফ বইটি পড়ে এবং শিখে যদি একজন-ও সফলতা অর্জন করতে পারে, তবেই আমার লিখার স্বার্থকতা।

পিডিএফ বইটির টিউটোরিয়াল সূচীপত্রঃ

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ১

বিষয়বস্তুঃ যেভাবে ব্যবহারকারী নিবন্ধন এবং প্রোফাইল সাজাবেন।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব২

বিষয়বস্তুঃ যেভাবে ফ্রীলান্সারে প্রোজেক্ট বিড করবেন।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব৩

বিষয়বস্তুঃ ফ্রীলান্সার এর সবগুলো মেন্যু পরিচিতি।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব৪

বিষয়বস্তুঃ যেভাবে প্রোজেক্ট জয়লাভ করতে পারবেন

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব৫

বিষয়বস্তুঃ যেভাবে মানিবুকার্স দিয়ে টাকা উত্তোলন পদ্ধতি।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব৬

বিষয়বস্তুঃ যেভাবে মানিবুকার্স থেকে ফ্রীলান্সার একাউন্টে ডলার ডিপোজিটজমা করবেন।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব৭

বিষয়বস্তুঃ যেভাবে ফ্রীলান্সারে বায়ার হবেন।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব৮

বিষয়বস্তুঃ যেভবে প্রোভাইডার/ওয়ার্কারকে মাইলস্টোন পেমেন্ট দিবেন এবং তা কাজ শেষে রিলিজ করবেন।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব৯

বিষয়বস্তুঃ যেভাবে বায়ার এবং প্রোভাইডার/ওয়ার্কারকে ফিডব্যাক/রিভিউ দিবেন।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ১০

বিষয়বস্তুঃ যেভাবে নিচের কাজের মূল্য এবং চাহিদা ঠিক রেখে বায়ারের কাজ করবেন।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ১১

বিষয়বস্তুঃ নতুন ফ্রীলান্সারদের সচারচর জিজ্ঞাসা প্রশ্ন (সজিপ্র) এবং তার উত্তর।

চলুন টিউটোরিয়াল শুরু করি....

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ১

বর্তমান বিশ্বে আউটসোর্সিং এ সফলতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। অন্যান্য দেশেরমত আমাদের দেশও এর থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। এ পর্যন্ত যত গুলো ফ্রীলান্স সাইট আছে কোন না কোনটাতে বাংলাদেশীদের সফলতা আছেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার মধ্যে ওডেস্ক, ফ্রীলান্সার, রেন্ট - এ- কোডার, স্ক্রিপ্টলান্স উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রায় কয়েক লক্ষাধিক কাজ রয়েছে এই সাইট গুলোতে। আমরা যারা কাজ করছি এই সাইগুলোতে এবং মোটামুটি সফল তারা সামনের দিনে আরো সফল হবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমাদের লক্ষ থাকা উচিত নতুনদেরকে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই প্রয়াস নিয়েই আমার ফ্রীলান্সার নিয়ে লিখা শুরু করা। যতটুকু পারি বাস্তবিকতার আলোকে পুরো ব্যাপারগুলো ধারাবাহিক বিস্তারিত জানাতে চেষ্ঠা করবো...

তো চলুন ফ্রীলান্সার নিয়ে প্রথম পর্ব শুরু করা যাক...

ব্যবহারকারী নিবন্ধন প্রক্রিয়া

১. সরাসরি এই লিঙ্ক এর চলে যান। নিচের মত ব্যবহারকারী নিবন্ধন পেজ আসবে। এখানে আপনার ব্যবহারকারী নাম(Username), ইমেইল ঠিকানা, পাসওয়ার্ড (এই ঘরে স্পেশাল কোন ক্যারেক্টর যেমনঃ !@# $ % এসব ব্যবহার করতে পারবেন না), আপনার নাম, বাসার ঠিকানা, আপনি কি হিসাবে ফ্রীলান্সারে কাজ করবেন(এখানে Looking for both hire and work)টিক দিবেন অবশ্যই, পরের চেক বক্সগুলোচেক করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে আপনার ইচ্ছা হলে করতে পারেন। একদম শেষ-এর চেক বক্সটি গুরুপ্তপূর্ণ। এটি আপনার গোল্ড মেম্বারশীপ এর জন্য। ফ্রীলান্সারে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারপর এই গোল্ড মেম্বারশীপ নেয়া উচিত। কারন গোল্ড মেম্বারশীপ এর ফি বাবদ ফ্রীলান্সার প্রতি মাসে আপনার একাউন্ট থেকে 24.95$ চার্জ কাটবে। যদিও গোল্ড মেম্বারশীপের অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু আপনার আয় না হলে এই মেম্বারশীপ নিয়ে বরং উল্টো ক্ষতির মুখেই পড়বেন। ;) এগুলো নিয়ে পরবর্তী যেকোন পোষ্টে বিস্তারিত আলাচনা কররো। এবার সকল তথ্য নির্ভূলভাবে স্থাপন করা হলে **Join** বাটন এ ক্লিক করুন।

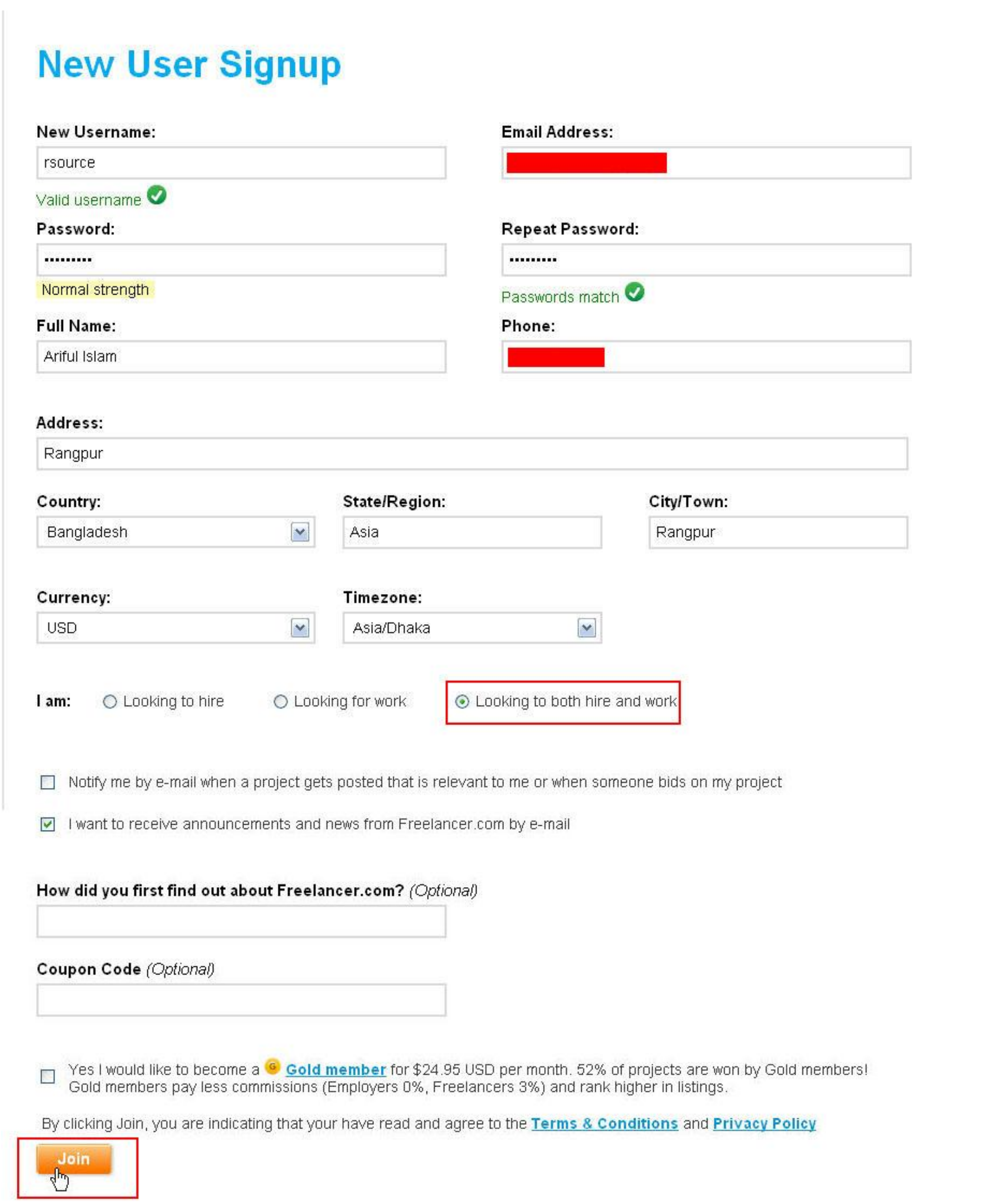

৩. এবার আপনি যে মেইলটি দিয়ে নিবন্ধন করলেন, সেই ই- মেইলে ভেরিফিকেশন কোড এবং ভেরিফিকেশন লিঙ্ক যাবে যেটি দিয়ে আপনি আপনার একাউন্ট-টি র ই-মেইল ভেরিফাই করবেন। নিচের চিত্রটি দেখুন...

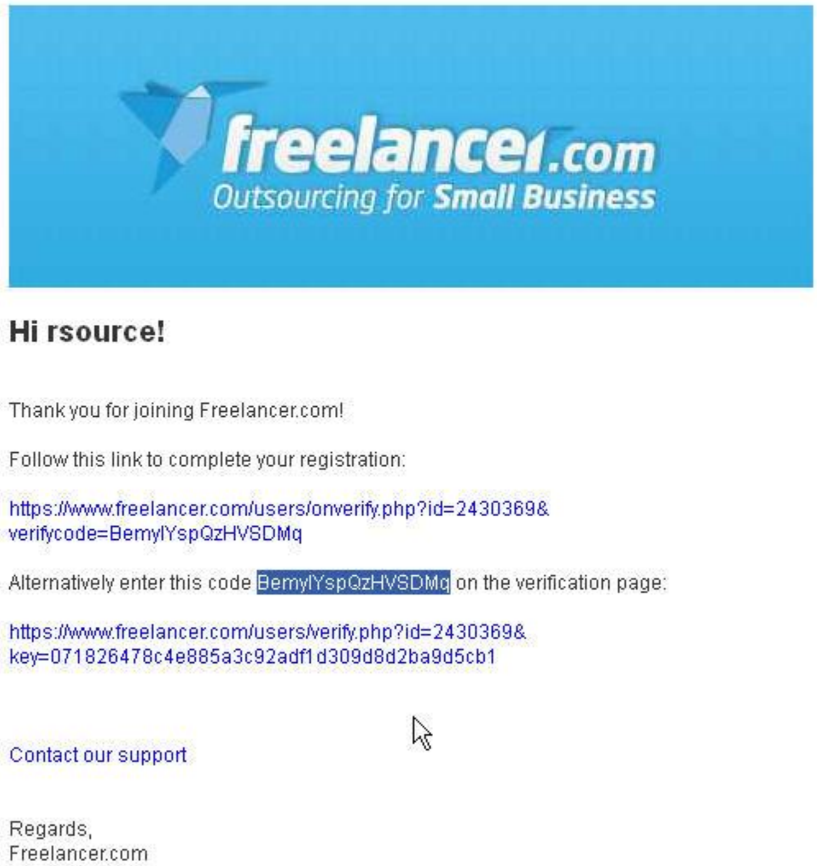

৪. আমি এখানে শুধু কোড ব্যবহার করে ভেরিফাই করেছি। উপরের ছবির মত কিন্তু ভিন্ন একটি ভেরিফিকেশন কোড আপনার মেইলে পারেন সেই কোডটি প্রবেশ করান এবং এন্টার করুন। আপনি ইচ্ছা করলে ভেরিফাই লিঙ্কে ক্লিক করেও ভেরিফাই করতে পারেন।

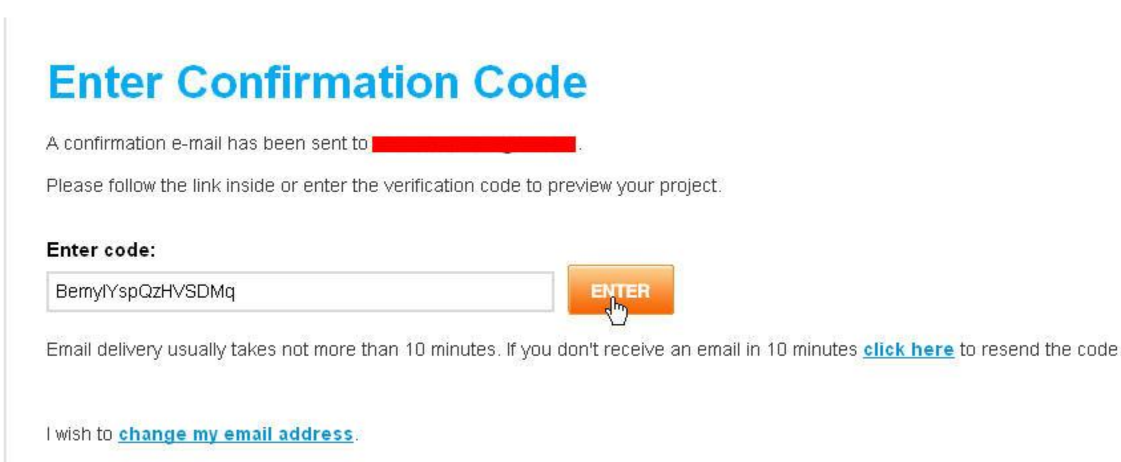

৫. ৩/৪ সেকেন্ডের মধ্যে পেজটি রিডাইরেক্ট করে আপনার নতুন একাউন্টের ড্যাশবোর্ডে চলে আসবে, ঠিক নিচের মত।

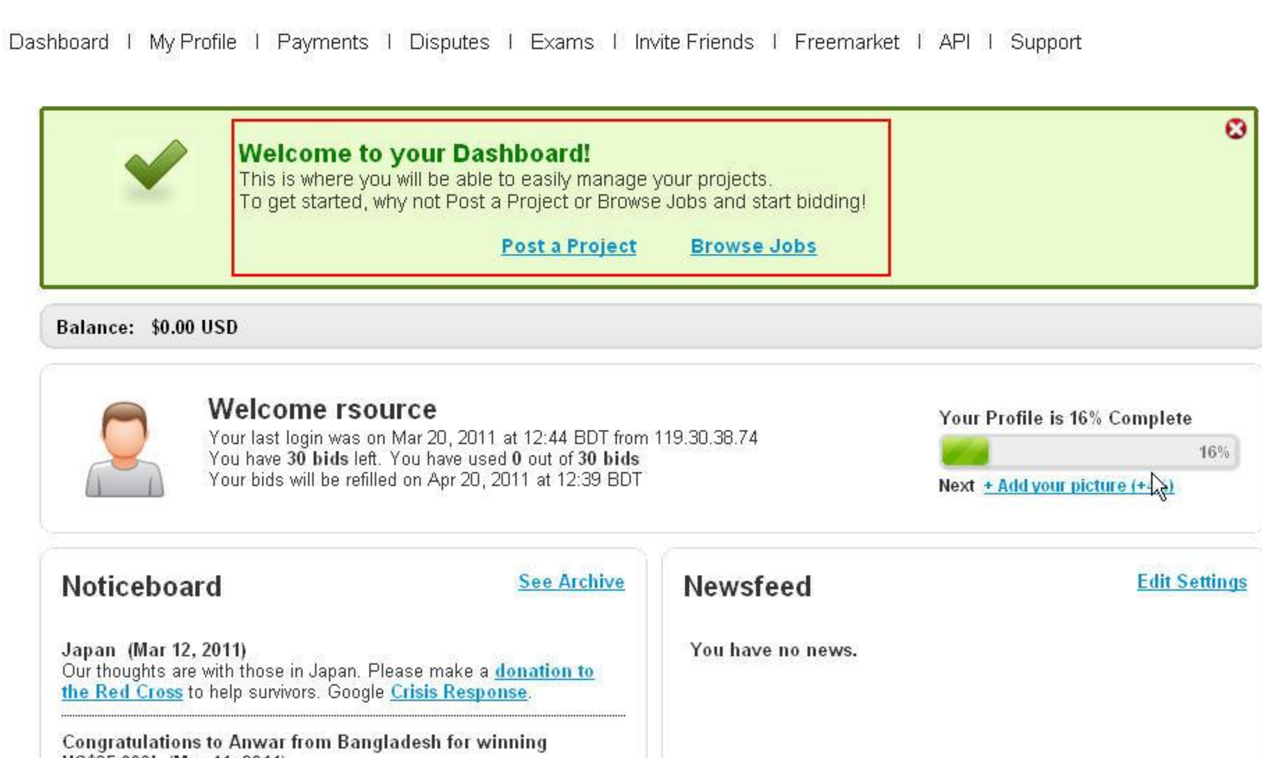

৫. সেই সাথে আপনার ইমেইলে-ও একটি একাউন্ট কনর্ফাম মেইল যাবে।

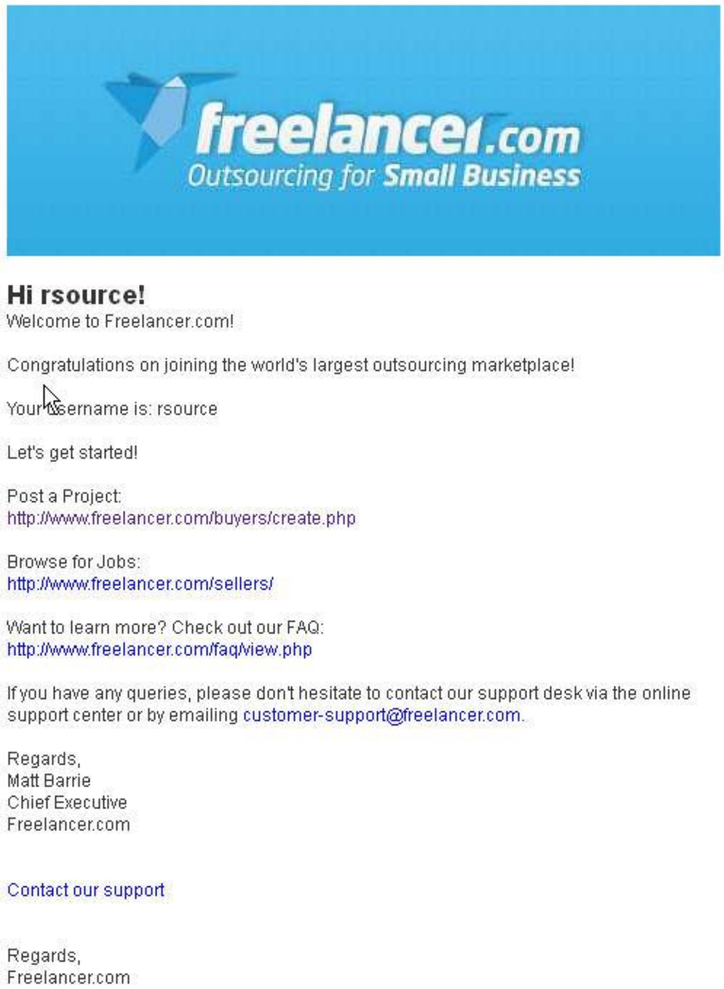

ফ্রীলান্সারে আপনার একাউন্ট নিবন্ধন এর সহজ পদ্ধতি এতটুকুই। সমস্যা হলে অবশ্যই জানাবেন। :)

প্রোফাইল সাজানোর প্রক্রিয়া

একাউন্ট তৈরীতো শেষ কিন্তু এখানেই কাজ শেষ নয়। আপনার কাজ পাবার অনেক অংশে নির্ভর আপনার প্রোফাইলের উপরে। মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ বায়ার যারা নিয়মিত সাইটে কাজ পোস্ট করে তারা কাজ দেওয়ার পূর্বে ফ্রীল্যান্সারদের প্রোফাইলকে পর্যবেক্ষণ করে। তো এবার আসুন কিভাবে আপনার প্রোফাইলকে আকর্ষনীয় করে তুলবেন তা দেখে নিই।

১. Profile > My Skills এ ক্লিক করুন।

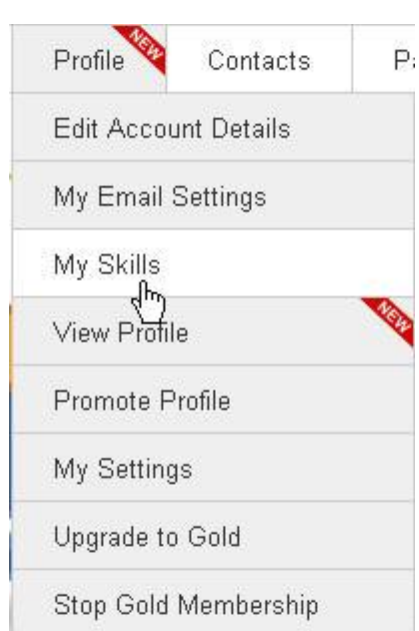

২. এখানে Websites, IT & Software, Mobile Phones & Computing, Writing & Content, Design, Media & Architecture, Data Entry & Admin, Engineering & Science, Product Sourcing & Manufacturing, Sales & Marketing, Other এই কয়টি বিভাগে অসংখ্য কাজের ধরন আছে। এখানে থেকে আপনাকে নির্বাচন করতে হবে আপনি কোন কাজের জন্য উপযুক্ত সেটিকে নির্বাচন করেন। উল্লেখ্য সাধারন সদস্য হিসাবে আপনি ২৫টার বেশি কাজের ধরন নির্বাচন করতে

পারবেন না। কিন্তু গোল্ড মেম্বাররা ৫০টার বেশি নির্বাচন করতে পারেন। মাসে ১০ বার কাজের ধরন পরিবর্তন করতে পারবেন। আপনার স্কীলগুলো সিলেক্ট করে **SAVE CHANGES** বাটনে ক্লিক করুন।

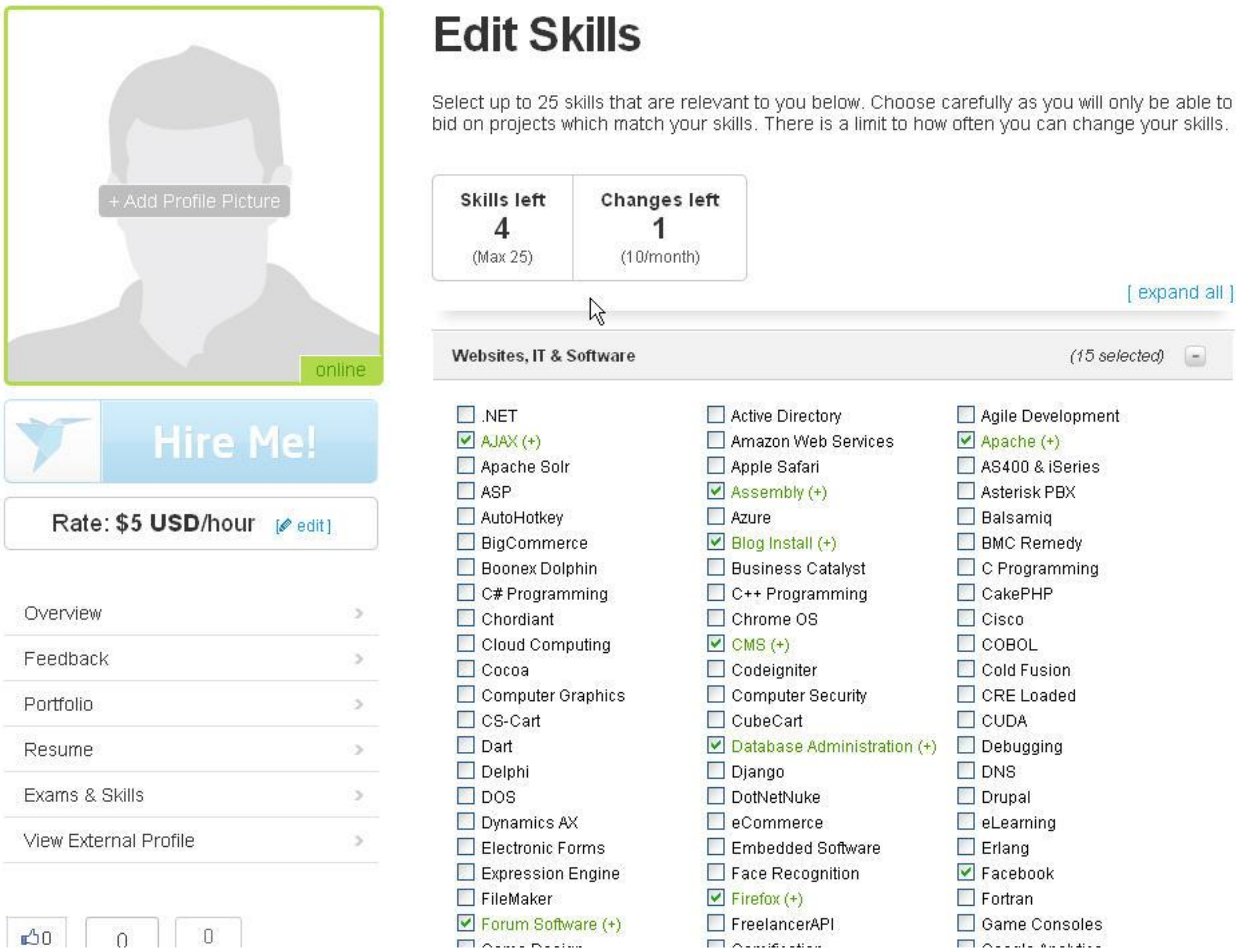

২. এবার **Overview** এ ক্লিক করুন। সেখানে থেকে নিচের চিত্রে দেখানের মত করে নাম, সাব হেডিং, লোকেশন, প্রোফাইল ডিসক্রিপশন, ঘন্টা প্রতি আপনার কাজের প্রত্যাশিত মূল্য(ডলারে) প্রথম অবস্থায় 3/5$ দিতে পারেন। পরবর্তীতে আরো বেশি করে দিতে পারবেন। এবং প্রোফাইল পিকচার যদি দিতে চান দিন এবং প্রতিটাই **SAVE** করুন।

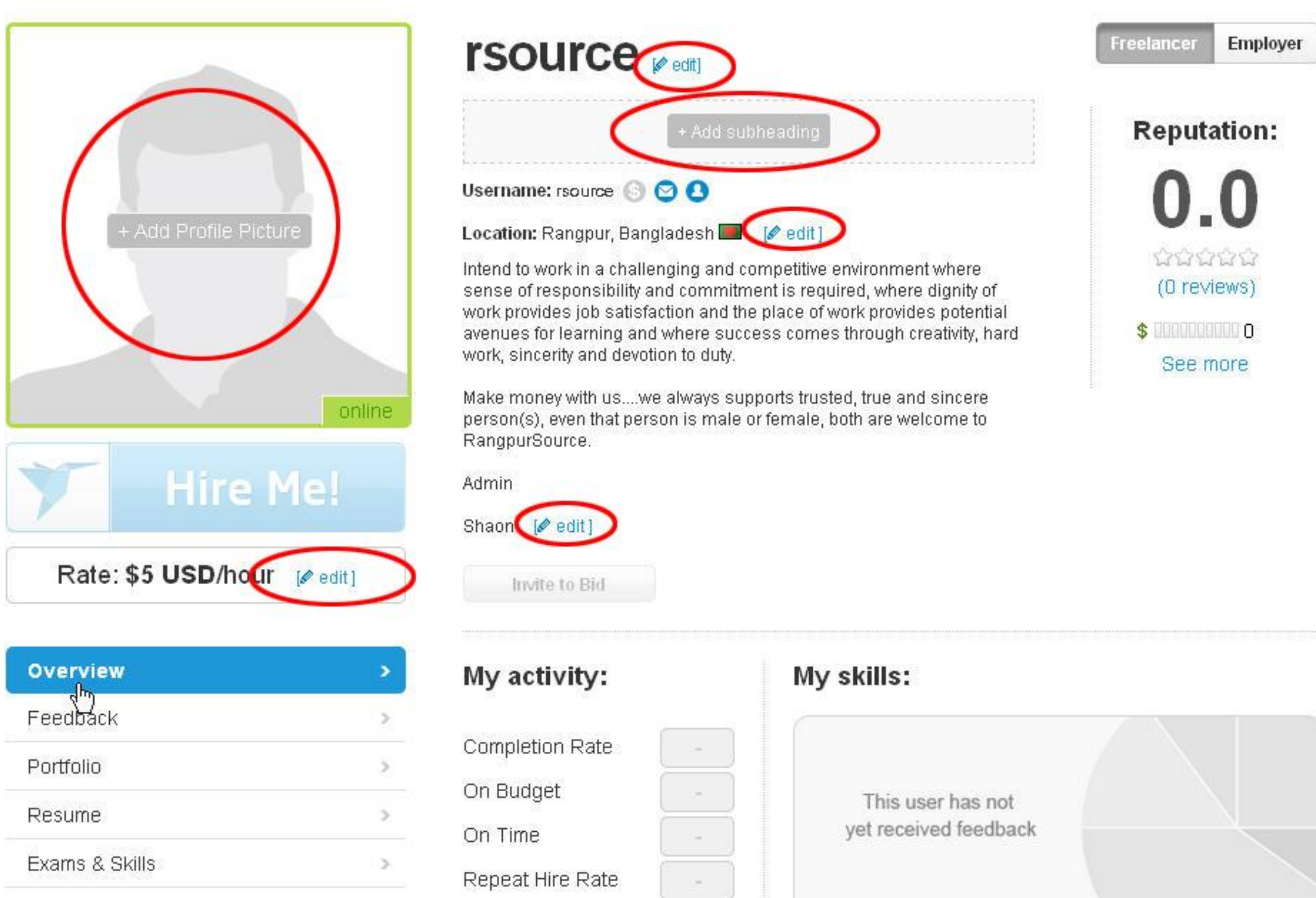

একাইভাবে **Portfolio** এবং **Resume** এর প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে **SAVE** করুন।

২. তারপর **SAVE** ক্লিক করুন।

৩. এবার আপনার প্রোফাইলটি দেখতে কেমন হল তা দেখতে হলে **Profile > View Profile** এ ক্লিক করুন। কিছুক্ষনের মধ্যেই আপনার প্রোফাইল দেখতে পারবেন।

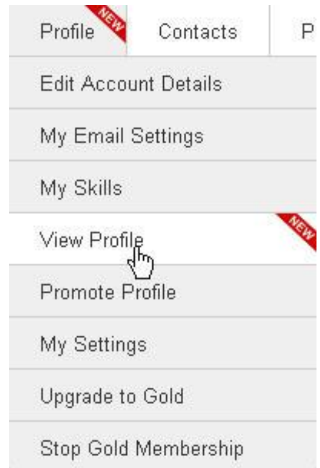

৪. এবার দেখুন আপনার প্রোফাইল কেমন হল... :)

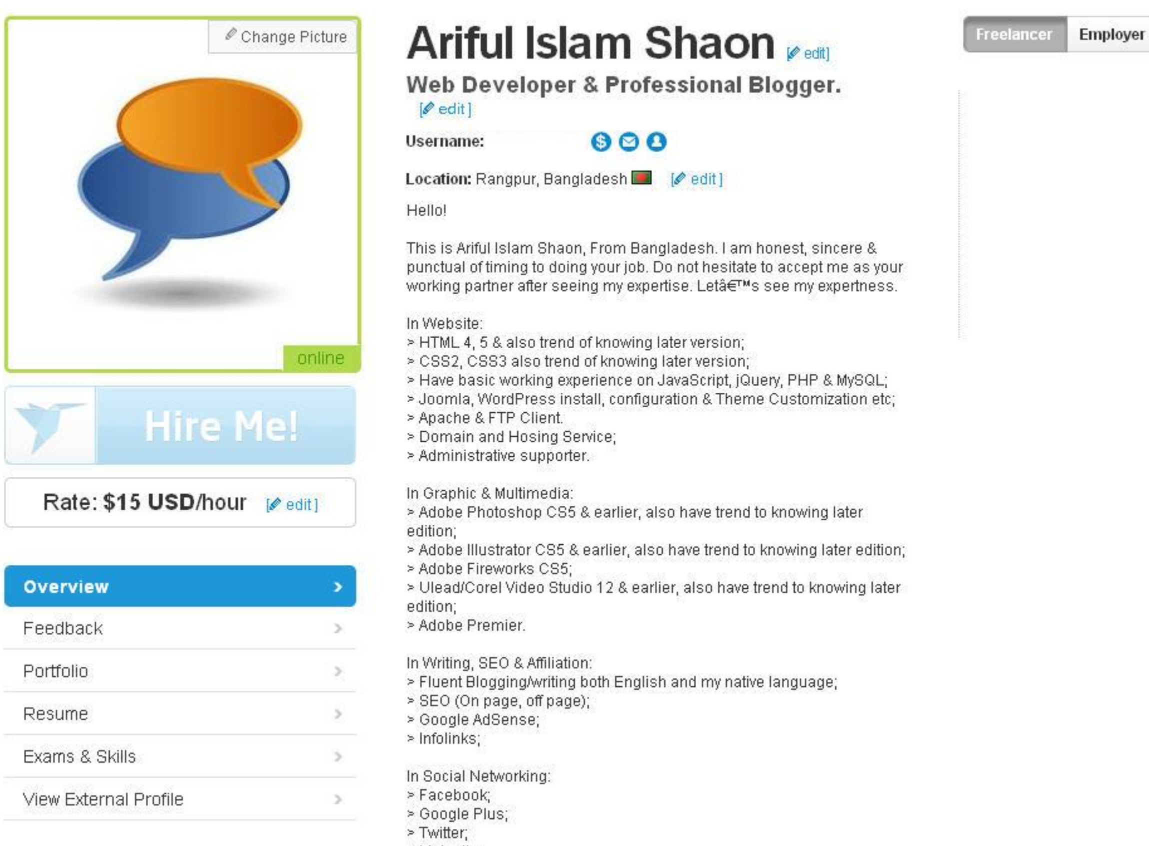

৫. যেহেতু আপনি এখনো কোন প্রোজেক্ট এ বিড করেন নাই বা কোন প্রোজেক্ট বায়ার হিসাবে ওপেন করেন নাই। এই কারনে প্রথম দিকে আপনার প্রোফাইল ফাঁকা দেখাবে। *(এই পর্যন্ত টিউটোরিয়ালটি তৈরী করতে আমাকে আমার ব্যক্তিগত প্রোফাইল সহ আরো একটি প্রোফাইল তৈরী করতে কাজ করতে হয়েছে। তাই কোথায় কোথাও কিছু চিত্রগত+ইউজারনেমগত অমিল পেতে পারেন। এখানে ঘাবড়াবার কিছু নেই। দেখানো ইন্সট্রাকশন অনুযায়ী কাজ করে চলুন কোন সমস্যা হবে না ইনশা আল্লাহ।)*

১১. এবার ড্যাশবোর্ডে চলুন। দেখে নিন আপনার প্রোফাইলটি **কত পারসেন্ট** সম্পূর্ণ হয়েছে তা প্রদর্শন করবে।

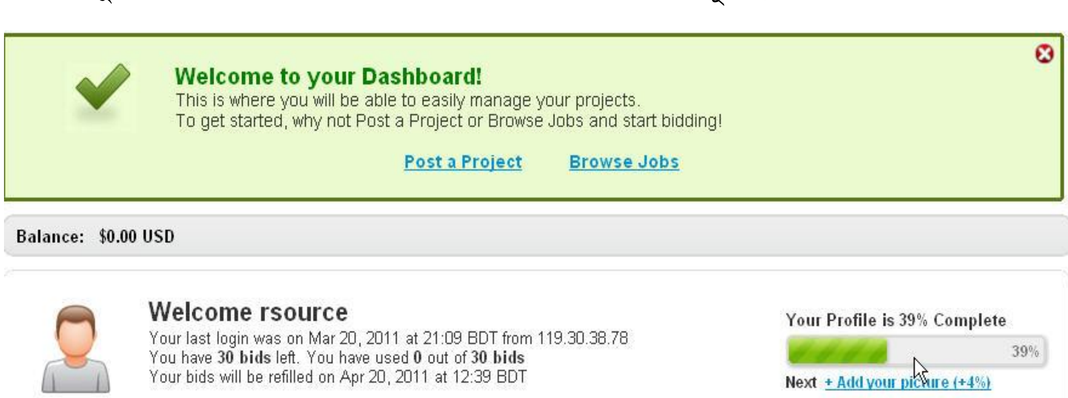

তো শুরু করে দিনে আপনার ফ্রীলান্সার ক্যারিয়ার। :)

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ২

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছি যারা অন্যের আয়ের কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করি। আসলে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়াতো কিছুই থাকে না। কারন কি জানেন? শুধু আয় করবো করবো বলে চিৎকার করলে হবে না। আয়ের জন্য প্রস্তুতিও নিতে হবে তাই না। আপনি ঠিক কি জানেন তা নিয়ে ফ্রীলান্সিং শুরু করতে পারবেন। যদি কাজ তেমন না জানা থাকে তবে কাজ শিখতে শুরু করুন। বেশি না ৪-৬ মাস কাজ শিখতে পরিশ্রম করুন। তারপর কাজের ময়দানে আসুন। আপনার যোগ্যতা মোতাবেক কাজ অবশ্যই পাবেন। মনে রাখবেন আজকের যারা সফল তারাও একদিন আপনার মতই ছিলেন। ঠিক আছে আর কথা বেশি লম্বা করবো না। চলুন শুরু করে দেই আমাদের দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল। আজ শুধু আলোচনা করবো কিভাবে ফ্রীলান্সারে প্রোজেক্ট বিড করবেন।

তো চলুন ফ্রীলান্সার নিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু করা যাক...

১. প্রথমেই আপনার Freelancer.com একাউন্টে লগইন করুন। তারপর টপ মেন্যু থেকে **Browse project** এ ক্লিক করুন। এখানে আপনি দেখতে পাবেন অসংখ প্রোজেক্ট শ্রেনীবিন্যাস আকারে আছে। আর সব শেষ ফিচার প্রোজেক্ট। যে কোন প্রোজেক্ট(এটা অবশ্যই আপনার প্রোফাইল এর উপর ভিত্তি করে এ ক্লিক করুন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রোজেক্ট পেজ চলে আসবে আপনার সামনে। এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে, কোন বায়ার প্রোজেক্টটি তৈরী করেছেন তার নাম, প্রজেক্টের বিবরন এবং নিচের দিকে দেখতে পারবেন বিডারদেরকে(প্রোভাইডার)। আপনি যে প্রোজেক্টটি করতে পারবেন বলে মনে করেন(এটি অবশ্যই আপনার কাজ করার যোগ্যতা দ্বারা নির্দিষ্ঠ করে রাখতে হবে, যখন আপনি Freelancer.com এর একাউন্ট সাইনআপ করবেন)। তবে একটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, আপনি যে প্রোজেক্টটি বিড করবেন সেটি সম্পন্ন করার জন্য আনুসাঙ্গিক যা যা দরকার সেগুলো আপনার আছে কিনা। তা নাহলে আপনি প্রোজেক্টটি লাভ করার পর বিভ্রান্তিতে পরবেন ১০০%। বায়ারের প্রোজেক্ট এর বর্ননা ভাল করে পড়ে নিন। কোথাও না বুঝলে **PMB(Private Message Board)** এর মাধ্যমে বায়ারকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এখন সব কিছু ঠিক ঠাক থাকলে **BID ON THIS PROJECT** বাটনে ক্লিক করুন।।

২. Bid placing window আসবে, এটা হল আপনার প্রোজেক্ট বিডের মূল অংশ। এখানে আপনাকে যা যা করতে –

ক. The project title: প্রজেক্টের নাম। এখানে আপনার কিছু করার নেই।

খ. Your bid for the total project: এখানে নির্ধারন করতে হবে কত ডলার বিনিময়ে প্রোজেক্টটি সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক আপনি।

গ. In how many days can you deliver a complicated project: এই অংশে নির্ধারন করতে হবে আপনি কত দিনের মধ্যে প্রোজেক্টটি সম্পন্ন করতে পারবেন।

ঘ. Initial milestone percentage required (0-100%): এটি গুরুপ্তপূর্ণ অংশ। যদি আপনি মনে করেন যে, প্রোজেক্টটি শুরু করার পূর্বে আপনি বায়ার থেকে অগ্রিম অর্থ পেতে চান তা এখানে নির্দিষ্ট করতে হবে। তবে এটি কিন্তু বায়ার সরাসরি আপনাকে আপনার একাউন্ট এ জমা করায় দিবে না। এটি কাজের এবং বায়ারকে প্রোভাইডারের কাছে বিশ্বাসভাজন হতে সাহায্য করে। আপনি বায়ারের কাজ শেষ করবেন তারপর মাইলস্টোন বিলিজ এর রিকোয়েস্ট দিবেন এবং বায়ার আপনার বিকোয়েস্ট অনুযায়ী মাইলস্টোন রিলিজ করে দিবে। মাইলস্টোন হিসাবে আপনি কত ডলারে বিড করছেন তার ২৫% অথবা ৫০% চাইতে পারেন।

ঙ. Make your bid highlighted (Cost: $1): এই অপশনটি নির্বাচন করে রাখলে আপনার একাউন্ট থেকে $1 কেটে নিবে ফ্রীলান্সার। কারন হল এটি দ্বারা আপনার বিডটিকে বায়ারের প্রজেক্টে হাইলাইট দেখাবে। এবং বায়ারের কাছে আপনার প্রোজেক্ট প্রাপ্তির আশংক থাকে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি শতকরা ৭০% প্রোভাইডার যারা এই অপশনটি ব্যবহার করে তারা প্রোজেক্ট জয় লাভ করে।

চ. **Now the Bidding message section**: **Text here will be shown as title on Project:** এখানে আপনি যা লিখবেন তা সরাসরি প্রোজেক্ট উইন্ডোতে প্রদর্শন করবে। সুতরাং এখানে বেশি কিছু না লিখাই ভাল। বিস্তারিত যা লিখার তা **PMB (Private Message Board)** তে লিখবেন। এত করে আপনার আর বায়ারের সাথে গোপনীয়তা রক্ষা পাবে। শুধুমাত্র এই লিখাগুলো লিখতে পারেন: Check PM or PMB, Ready to start অথবা আপনার ইচ্ছামত অন্যকিছু etc.

ছ. **Also send a private message to the project seller** এই অপশনটি চেক মার্ক করুন . এবার নিচে Private Message Box (PMB) প্রদর্শন করবে। প্রোজেক্ট এর সাথে সামজস্যপূর্ন কথা এখানে লিখবেন। এখানে আপনি আপনার পূর্বের অভিজ্ঞতা, কাজ করার ধরন সবকিছুই উল্লেখ করবেন।

জ. সবকিছু একবার করে দেখে নিন ঠিক আছে কিনা। সর্বশেষে **Place Bid** বাটনে ক্লিক করুন।

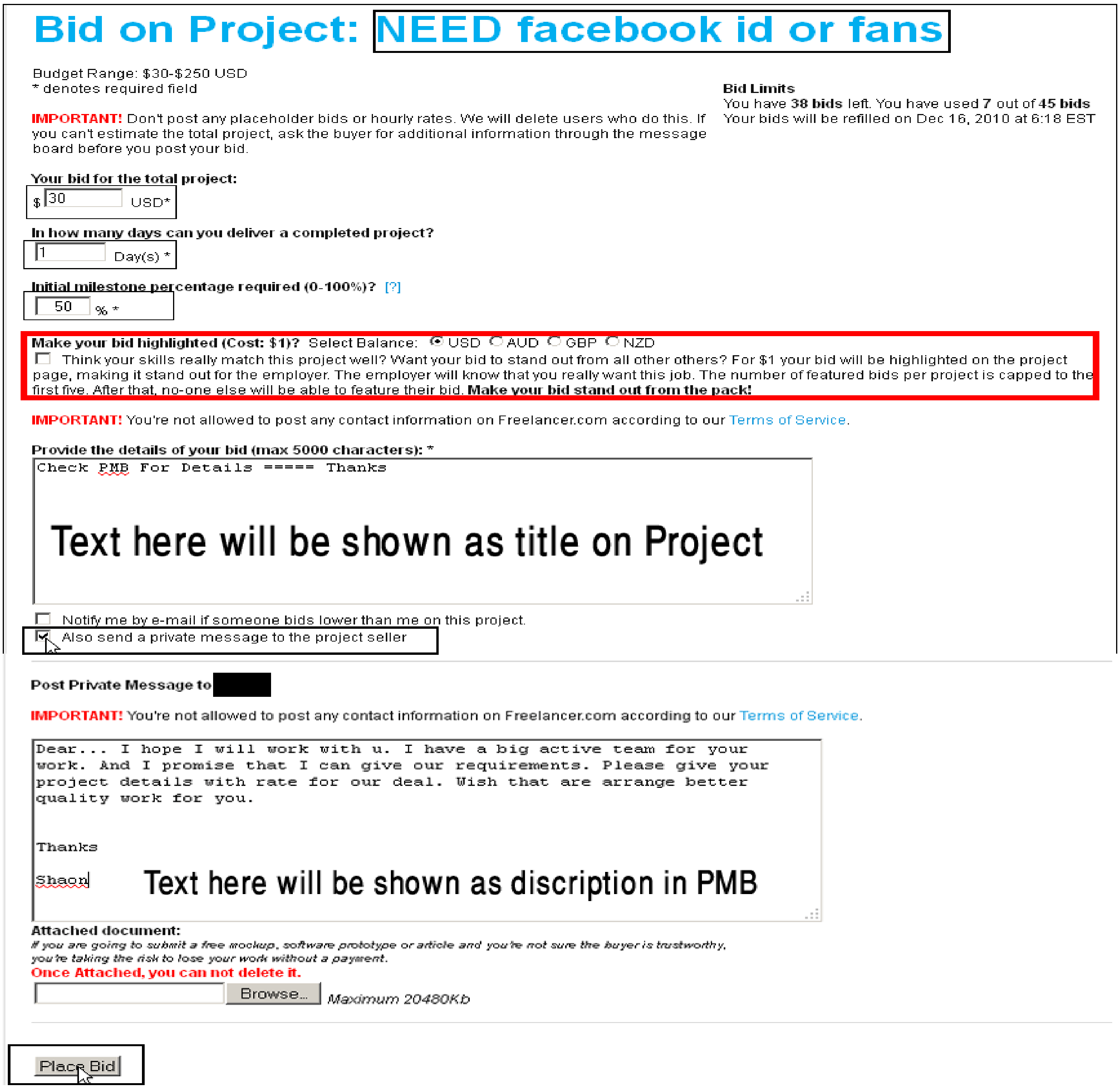

৩. প্রোজেক্টটি সফলভাবে পোস্ট হলে নিচের মত বার্তা প্রদর্শন করবে। তারপর প্রোজেক্টটি দেখতে VEIW PROJECT বাটনে ক্লিক করুন।

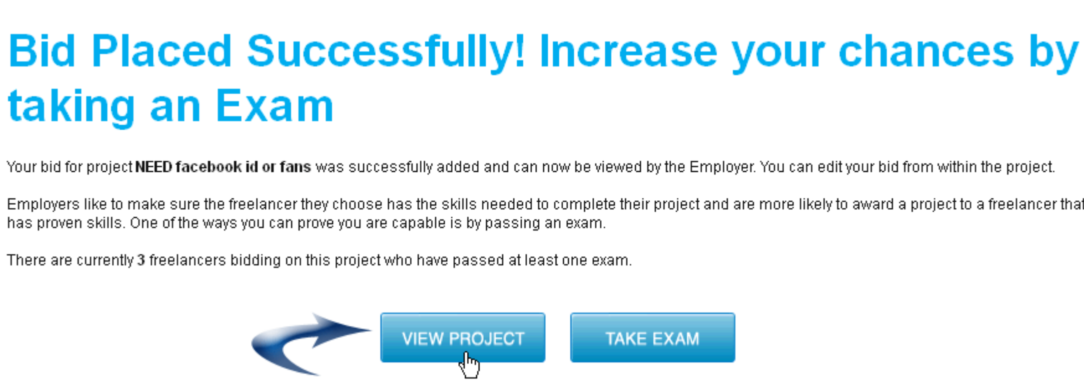

৪. প্রোজেক্ট ভিউ পেজ এ সব বিডারদের সকর তথ্য প্রদর্শন করবে।

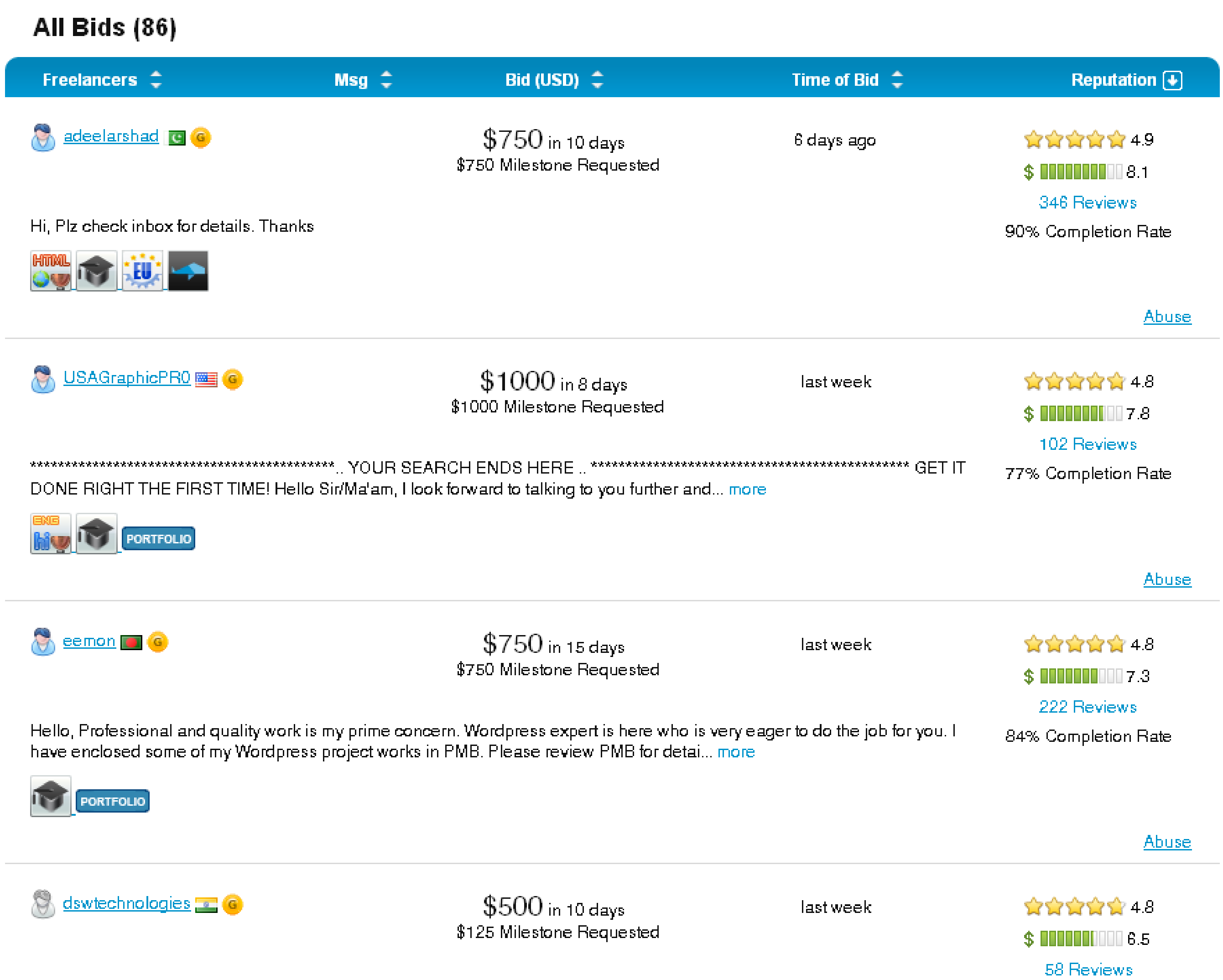

৫. এবার ফ্রিলান্সারে আপনার প্রোফাইল এ গিয়ে দেখে নিন সর্বশেষ কোন প্রোজেক্ট এ আপনি বিড করেছেন।

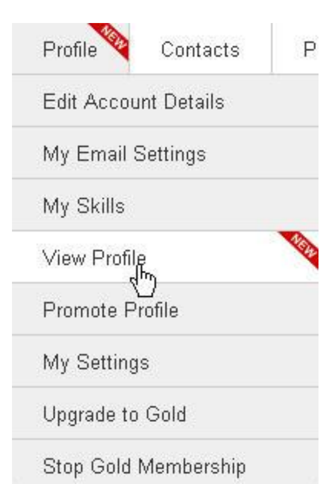

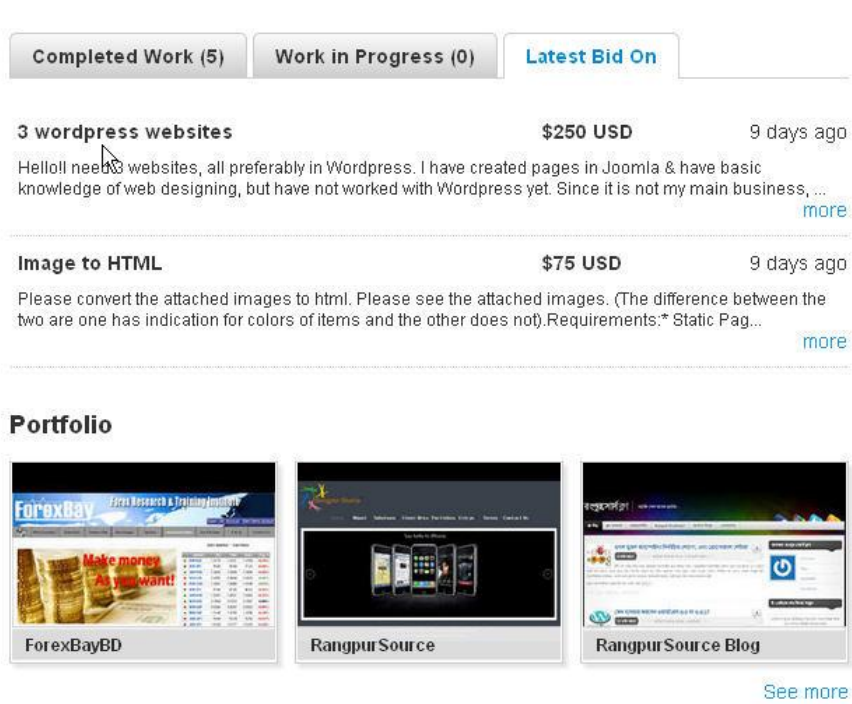

৬. এখানেই আপনার প্রোজেক্ট বিড এর প্রক্রিয়া শেষ। এবার অপেক্ষা করুন বায়ারের প্রতি উত্তরের।

কিছু কথা :

১. প্রোজেক্ট বিড করার পূর্বে সবসময় মনে রাখবেন, আপনার যদি যুক্তি দ্বারা বায়ারকে বুঝানোর ক্ষমতা থাকে তবে প্রোজেক্টটির বিডিং সময় শেষ হবার পূর্বেই তা জয়লাভ করতে পারবেন।

২. ফ্রীলান্সারে আপনার অবস্থানকে মজবুত করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। বর্তমান সময়ে ফ্রীলান্সারে বিভিন্ন বিভাগে অনেকগুলো পরীক্ষার বব্যস্থা রয়েছে। যদিও Employer Orientation, Freelancer Orientation, Practice Exam ছাড়া বাকী সবগুলো 5$ এর বিনিময়ে কিনতে হবে। তারপরেও 5$ মূখ্য নয়, আপনি পরীক্ষাগুলো দিলে আপনার দক্ষতা বাড়বে এবং বায়ার আপনার প্রোফাইল দেখে আপনাকে মার্কিং করতেও ইচ্ছক হবে। পরীক্ষাগুলো এখানে থেকে দেখে নিতে পারেন।

৩. আপনার প্রোফাইলকে সবসময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, এবং সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ রাখুন। কারন, আপনি কখনোই বুঝবেন না যে, এতা বিশাল প্লাটফর্মে আপনাকে হয়তো কেউ হায়ার করতে পারে আপনার তথ্য দেখে।

৪. আপনার জন্য যতটুকু দরকার বা যতটুকু না হলেই নয় তার চেয়ে বেশি বেটে কখনই বিড করবেন না। কারন, বায়ার অবশ্যই চাইবে যে তার প্রোভাইডার কম মূল্যে তার কাজটি করে দিবে। তবে হ্যা এতটাই কম দিবেন না যেটা আপনার রেটিং কে নিম্নগামী করে। আরেকটা ব্যাপার, প্রোজেক্টটা যত কম সময়ে শেষ করতে পারবেন তত ভাল আপনার জন্য্ এত বায়ার আপনার প্রতি আস্থা পাবে। এবং পরবর্তীতে তার থেকে আরো কাজ পেতে সহায়তা করবে।

৫. এবার আসি মূল্য নিধারন এর ব্যাপারে, মাঝে মাঝে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রোজেক্ট এর রেট যদি 30$- 250$ এর মধ্যে হয় তবে তারা কত রেটি প্রোজেক্টটি বিড করবে। ব্যপারটি অত্যান্ত গুরুপ্তপূর্ণ। আপনাকে নিজেকেই বুঝতে হবে এটি, আপনি যে প্রোজেক্টটি বিড করছেন সেটি সম্পন্ন করতে আপনাকে কি কি করতে হবে। সবদিক বিচার বিবেচনা করে তারপর প্রোজেক্টটে মূল্য বসাবেন।

৬. কাজটির প্রতি কনফিডেন্ট না হলে ভুলেও মাইলস্টোন(অগ্রিম) পেমেন্ট চাইবেন না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আর কনফিডেন্ট হবার পরেও যদি কোন কারনে সময়মত কাজ দিবে ব্যর্থ হন তবে বায়রের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার সামান্য ভুল বা খামখেয়ালি আপনার ফ্রীলান্সিং ক্যারিয়ারকে বিনষ্ট করার জন্য যথেষ্ঠ।

৭. সর্বশেষে আপনি আপনার নিয়মানুবর্তীতার উপরে চিন্তা করুন। যদি আপনি মনে করেন যে, আপনি পারবেন তবে আপনাকে ফ্রীলান্স বিশ্ব-তে আপনাকে স্বাগতম। অন্যথায়, অপেক্ষা করুন আর নিজেকে আউটসোর্সিং এর জন্য প্রস্তুত করুন।

বি:দ্র: আরো অনেক গুরুপ্তপূর্ন তথ্য পাবেনএখানে একবার ঘুরে আসুন। :)

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস “ফ্রীল্যান্সার” - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ৩

গত দুই পর্বের টিউটোরিয়াল এ দেখিয়েছি ফ্রীলান্সারে একাউন্ট করা, প্রোফাইল সাজানো এবং বিড করার নিয়ম। ফ্রী লান্সার নিয়ে এখানেই শেষ নয় আরো পথ বাকী আছে। এই প্লাটফর্ম এর জন্ন নিজেকে সম্পূর্ণরুপে তৈরী করতে হলে অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার আলোচনা করবো ফ্রীলান্সার এর সবগুলো মেন্যু নিয়ে। তো চলুন শুরু করা যাক ...

এক নজরে দেখি নেই সব মেন্যুঃ

তবে একটি কথা, এখানে থেকে সব মেন্যু-ই যে আপনার কাজে লাগবে এমনটা নয়। আমি শুধু যেগুলো সচারচর কাজে লাগে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো, এবার আসি বিস্তারিত আলোচনায় ...

১. Post Project: এই মেন্যু থেকে আপনি আপনার চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোজেক্ট পোস্ট করাতে পাবরেন। প্রত্যেক প্রজেক্ট এর জন্য ফ্রীলান্সার $5 করে চার্জ কাটবে। চার্জটি অবশ্য রি-ফাউন্ডঅ্যাবল (ফেরতযোগ্য)। প্রোজেক্ট এর নাম, ধরন, বিবরন, বাজেট, সময় এবং ফিচার নিবার্চন করে তারপর প্রোজেক্ট প্রিভিউ দেখুন এবং সর্বশেষে ফিনিশ করুন। ব্যাস্ আপনার প্রজেক্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফ্রীলান্সার এ পাবলিশ হবে।

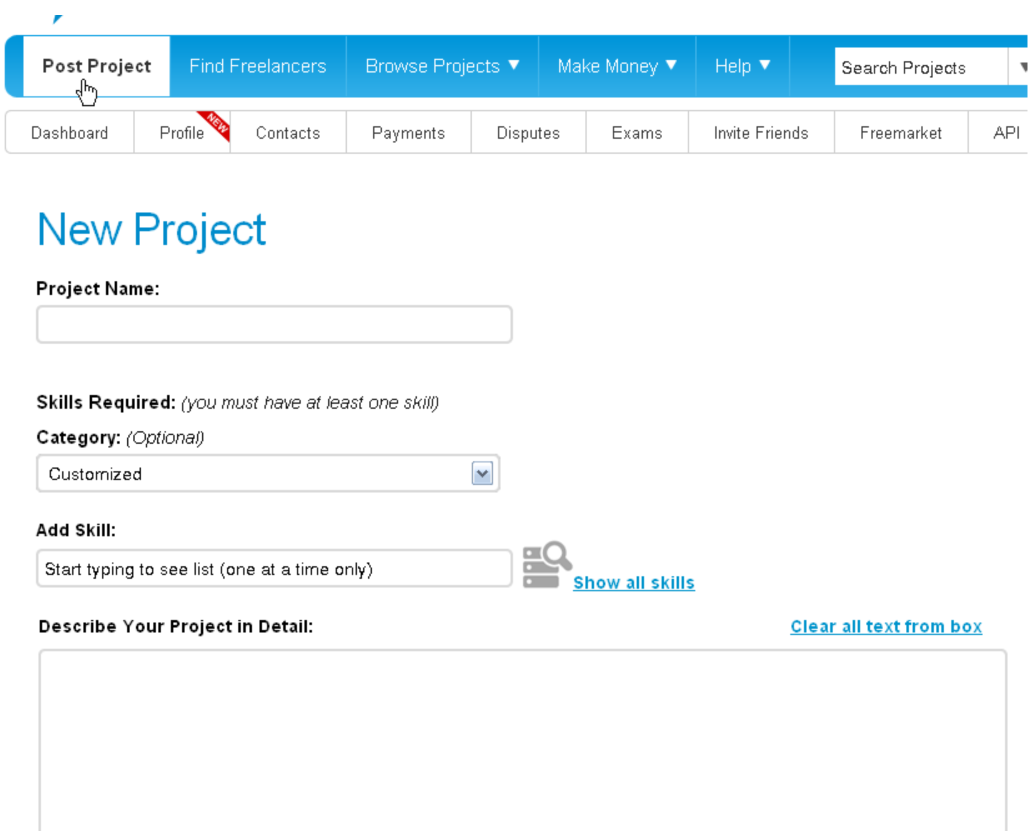

২. Browse Projects: এই মেন্যুর আওতায় ৮টি সাব-মেন্যু পাবেন। সচারাচর কাজের গুলো আলোচনা করছি...

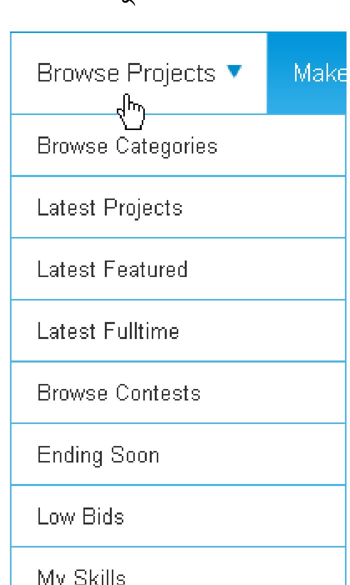

ক. Latest Projects: একদম নতুন প্রকাশিত হল, এ ধরনের প্রোজেক্ট গুলো এই পেজে প্রদর্শন করে।

খ. Latest Featured: প্রোজেক্ট পোষ্ট করার সময় Optional Features- এ ৪ ধরনের Features দেয়া থাকে। আপনার প্রোজেক্টটি যদি Lat est Feat ur es এর আওতায় আনতে ইচ্ছুক হন তবে এই Featured অপশনটি নির্বাচন করে দিতে হবে। তবে, এর জন্য ফিচার ভেদে আলাদা ফি ফ্রীলান্সার কেটে নিবে।

গ. Latest Full Time: নাম- টি দেখেই বুঝা যাচ্ছে যে প্রোজেক্ট গুলো সব ফুল টাইম এর। আমরা যেমন অফিসিয়াল সময় ধরি, সকাল ৯.০০ থেকে বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত। ঠিক এমনটাই এখানেও। তবে, যে সে এই প্রোজেক্ট এর কাজ পাবেন না এটা ১০০% ঠিক। আপনার অভিজ্ঞতা, কাজ করার মানুসিকতা সব কিছু বায়ার পরীক্ষা করবে তারপর যদি আপনি তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারেন তাহলে কাজ দিবে। মাসে $৭৫০-$১০০০ দিবে।

ঘ. Ending Soon: নাম- টি দেখেই বুঝা যাচ্ছে যে প্রোজেক্ট গুলোর বিডিং সময় শেষের দিকে সেগুলো এখানে প্রদর্শন করবে।

৩. Make Money: সচারাচর কাজের গুলো আলোচনা করছি...

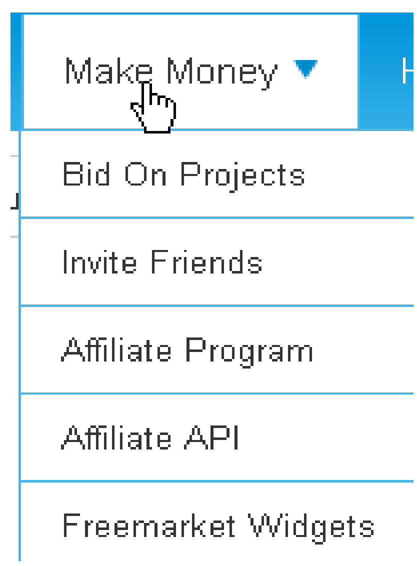

ক. Bid On Projects: এই মেন্যু-এর আওতায় আপনি সব প্রোজেক্টগুলো ক্যাটাগরি অনুযায়ী দেখতে পারবেন। আপনার প্রোফাইল এর যোগ্যতা মোতাবেক বিড করতে পারবেন।

খ. Affiliate Program:: এই মেন্যু-এর আওতায় আপনি এফিলিয়েট প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। যেটাকে আমার রেফারেল প্রোগ্রাম নামে জানি। এখানে টেক্স লিঙ্ক এ্যাড, ব্যানার এ্যাড, আরএসএস ফিড ইত্যাদি আপনার ব্লগ বা ওয়েব সাইটে ব্যবহার করে রেফারেল থেকে আয় করতে পরবেন। ;)

৪. Help: এই মেন্যু থেকে আপনি ফ্রীলান্সার-এ সকল প্রকার সাহায্য ও জিজ্ঞাসা চাইতে পারেন। Support থেকে সাপোর্ট টিকেট সাবমিট করতে পারেন অথবা আগে থেকে করা থাকলে ভিউ টিকেট এ গিয়ে সরাসরি সাহায্য নিতে পারবেন ফ্রীলান্সার থেকে।

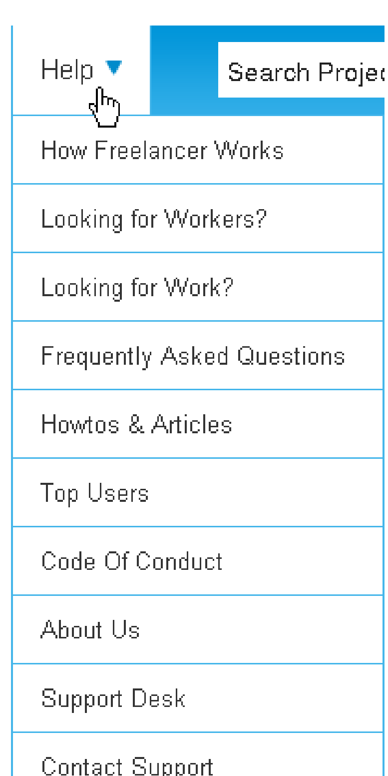

৫. Dashboard: এখানে আপনি আপনার সাম্প্রতিক কাজের রিপোর্ট দেখতে পারবেন। যেমন: নোটিশ, নিউজ ফিড, আপনার কোন প্রোজেক্ট এ কেউ বিড করলে, বা কোন বায়ার আপনাকে পেমেন্ট করলে এবং আপনি যদি কোন প্রোজেক্ট জয় লাভ করেন তবে সেটি ড্যাশবোর্ড-এর সর্ব উপরে প্রদর্শন করবে। বিস্তারিত জানতে   My Projects, My Messages পেজগুলোতে ভিজিট করুন।

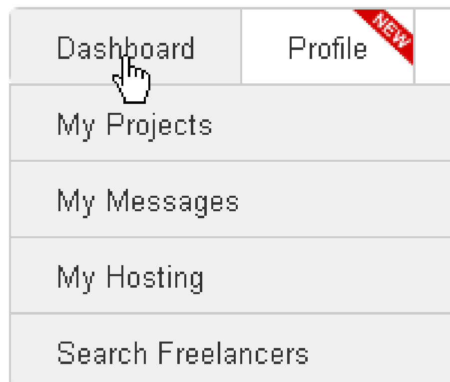

৬. Profile: আপনার ফ্রীলান্সার এর প্রোফাইল সমন্ধীয় সকল তথ্য এই মেন্যুর আওতায় পাবেন।

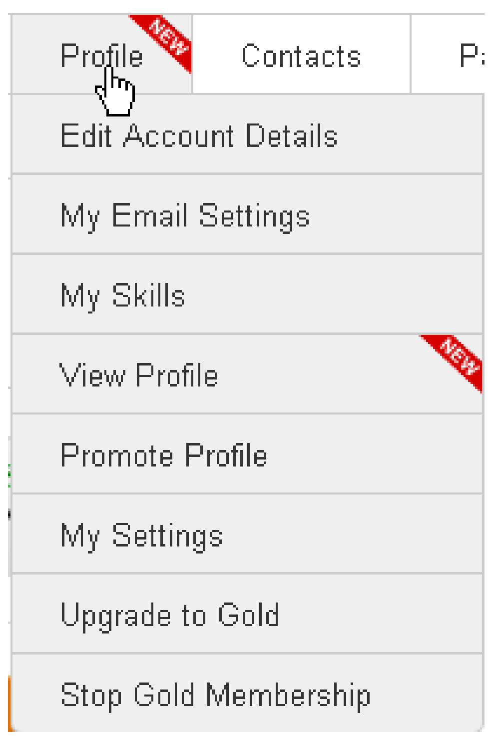

ক. Edit Acccount Details: এখানে থেকে আপনি আপনার প্রোফাইলের তথ্য এ ছবি(যদি দেয়া থাকে) পরিবর্তন করতে পারবেন।

খ. My Email Settings: এখানে থেকে আপনি আপনার প্রোফাইলের ইমেইল ও পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারবেন।

গ. My Skills: আপনি যখন ফ্রীলান্সারে প্রোফাইল তৈরী করেছিলেন ঠিক সেই সময় যা যা কোয়ালিফিকেশন দিয়েছিলেন, প্রয়োজন হলে এখানে থেকে কিছু পবিবর্তন করতে পারবেন। তবে লক্ষণীয়, একটি কোয়ালিফিকেশন সংযুক্ত(চেক) করতে হলে আরেকটি কোয়ালিফিকেশন ডিলিট(আনচেক) করতে হবে।

ঘ. View Profile: এই লিংক-এ গিয়ে আপনি আপনার ফ্রীলান্সারের প্রোফাইল বিস্তারিত দেখতে পারবেন।

ঙ. Promote Profile: আপনার প্রোফাইলকে নিজের এবং অন্যান্য ওয়েব সাইটের প্রোমেটের জন্য এফিলিয়েট ব্যাজ পাবেন।

চ. My Setting: এখানে থেকে আপনি বিভিন্ন সেটিংস পরিবর্তন করতে পারবেন।

ছ. Upgrade to Gold: এই সাবমেন্যু থেকে আপনি ফ্রীলান্সারে গোল্ড মেম্বার হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন। তবে হ্যা, ফি বাবদ প্রতি মাসে $24. 95 চার্জ দিতে হবে। ;) অন্যথায় স্বয়ংক্রীয় ভাবে বাতিল হবে।

জ. Stop Gold Menbership: গোল্ড মেম্বারশীপ বাতিল করতে এই সাব মেন্যুর সহায়তা নিতে হবে।

৭. Contacts: এখানে আপনি বায়ার হিসাবে যতজনকে হায়ার করবেন তাদের লিষ্ট প্রদর্শণ করবে। আপনি চাইলে তাদের সাথে যেগাযোগ করতে পারবেন পরবর্তী কাজের জন্য।

৮. Payments: পেমেন্ট সংক্রান্ত সকল তথ্য এখানে।

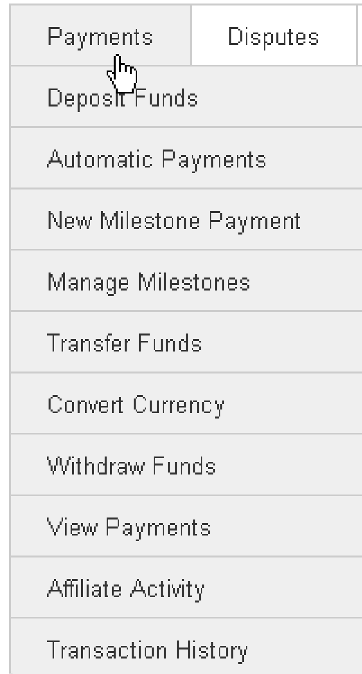

ক. Deposit Funds: এই মেন্যু থেকে আপনি পেপাল, মানিবুকার্স ক্রেডিট কার্ড, মানিবুকার্স, ওয়্যার ট্রান্সফার এবং ওয়েব মানি একাউন্ট থেকে সরাসরি আপনার ফ্রীলান্সার একাউন্ট-এ জমা করাতে পারবেন।

খ. Automatic Payments: আপনার কোন অনলাইন একাউন্ট (পেপাল, মানিবুকার্স, ওয়েব মানি) এ যদি ডলার না থাকে এবং আপনার যদি তাৎক্ষনিক ডলার দরকার হয় তবে, আপনি ফ্রীলান্সারের এর মাধ্যমে সরাসরি মানিবুকার্স থেতে সর্বনিম্ন 25$ থেকে সর্বোচ্চ 500$ পর্যন্ত জমা করাতে পারবেন। তবে, যত জমা করাবেন তার বিপরীতে নির্দিষ্ট ফিস কাটবে। ;)

গ. New Milestone Payment: আপনি যদি বায়ার হিসাবে কাজে করেন তবে আপনার ওয়ার্কার বা প্রোভাইডারকে অগ্রীম পেমেন্ট করার জন্য এই অপশনটি ব্যবহার করতে পারবেন। তবে, এটির অর্থ এই নয় যে, আপনি ওয়ার্কার বা প্রোভাইডারকে পেমেন্ট দিয়ে দিলেন। এর অর্থ দ্বারায়, আপনি আপনার কাজে নির্ভরযোগ্যতা স্বরূপ ওয়ার্কার বা প্রোভাইডারকে তার একাউন্টে পেমেন্ট ঝুলায় দিলেন। সময় ও কথা মত কাজ শেষে তার রিকোয়েস্ট অনুযায়ী আপনি পেমেন্ট রিলিজ করে দিবেন। :)

ঘ. Manage Milestone Payments: এই অপশন থেকে আউটগোয়িং পেমেন্ট গুলো নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন।

ঙ. Transfer Funds: সরাসরি বা কোন প্রোজেক্ট এর পেমেন্ট করতে এই মেন্যুর ব্যবহার। মেন্যুতে প্রবেশ করলেই বুঝতে পারবেন। তবে হ্যা, বর্তমানে ফ্রীলান্সার এ কোন কারন ছাড়া (প্রোজেক্ট পেমেন্ট বাদে) ডলার ট্রান্সফার করলে একাউন্ট লক করা হচ্ছে, তাই এই ক্ষেত্রে সাবধান। একাউন্ট লক হলে তা আন-লক করার ঝামেলা অনেক।

চ. Convert Currency: এখানে আপনি আপনার প্রয়োজনে কারেন্সিকে ডলার থেকে ইউরো, ডলার থেকে অস্ট্রেলিয়ান ডলার ইত্যাদি পরিবর্তণ করতে পারবেন।

ছ. Withdraw Funds: এই মেন্যু থেকে ৪টি প্রক্রিয়ায় আপনি ফ্রীলান্সার থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। ১. ফ্রীলান্সার ডেবিট কার্ড(পাইওনিয়ার কার্ড), ২. পেপাল, ৩. মানিবুকার্স এবং ৪. ওয়্যার ট্রান্সফার। যদিও সব উত্তোলন প্রক্রিয়া দেখানো সম্ভব না তবে আমি যেভাবে উত্তোলন করি তা শেয়ার করবো পরবর্তী যে কোন এক পোষ্ট-এ।

জ. View Payments: Manage Milestone Payments- এর মতই।

ঝ. Affiliate Activity: ফ্রীলান্সারে আপনার রেফারেল এ কতজন নিবন্ধন করেছে এবং তা থেকে আপনার যদি কোন আয় হয়ে থাকে তো সেটি এখানে দেখতে পারবেন।

ঞ. Transaction History: আপনি ফ্রীলান্সারে যত লেনদেন করছেন তার সব বিস্তারিত তালিকা এখানে দেখতে পারবেন।

৯. Disputes: প্রোজেক্ট এবং মাইলস্টোন পেমেন্ট নিয়ে কোন সমস্যা বা ভুল বুঝাবুঝি হলে, তা ফ্রীলান্সার কর্তৃক এখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

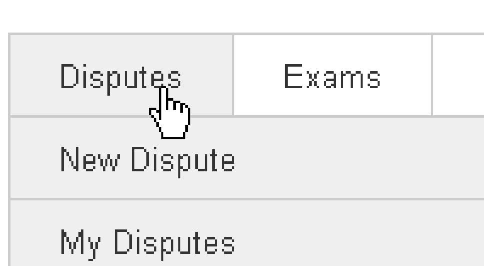

১০. Exam:: এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অনেক পরীক্ষাগুলো আছে। নিজের দক্ষতা এবং প্রোফাইলকে শক্তি করতে আপনি আপনরার যোগ্যতা মোতাবেক পরীক্ষা দিতে পারেন। একদম নিচের তিনটি পরীক্ষা বাদে অন্য সব পরীক্ষা আপনাকে 5$ এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিতে হবে। সুতরাং, যে বিষয়েই পরীক্ষা দিবেন তা ভাল করে জেনেশুনে তারপর দিবেন। অন্যথায় একবার ফেল করলে পরবর্তীতে আবার 5$ এর বিনিময়ে কিনতে হবে।

১১. Invite Friends: এটা ঠিক Affiliate Activity এর কাজ করে । আপনি আপনার ফ্রেন্ডস অন্যান্য কন্টাক্টদের আমন্ত্রন জানাতে পারেন এখানে নিবন্ধন এর জন্য। তাদের কাজের উপর ভিত্তি করে ফ্রীলান্সার ২০% আপনাকে পে করবে।

১২. Freemarket: মার্কেট মানেই বুঝতে পাচ্ছেন এখানে কেনা-বেচা হয়। বিভিন্ন রকমের বই, ডাটাবেজসহ এরকম আরো অনেক কিছুই এই সার্ভিসের মাধ্যমে লেনদেন হয়।

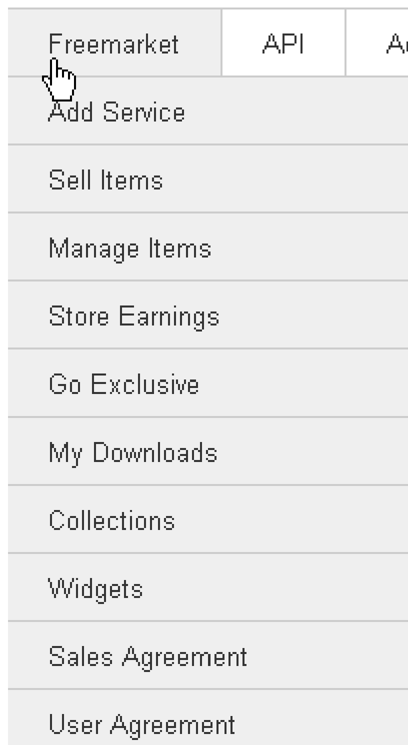

এই হল ফ্রী লান্সারের মেন্যু পরিচিতি। এতটুকুই জেনেই যে শেষ তা নয়। কাজ করতে করতে একসময় আরো অনেক কিছু আপনারা জানতে পারবেন। আমি যদি সব জানায় দেই তবে আপনাদের কোন স্বার্থকতা থাকবে না। কারন নিজে ঘাটাঘাটি করে যদি কিছু শিখেন তবে সেটি সারাজীন মনে থাকবে।

আপনি কি ব্লগার অথবা ফ্রীলান্সার? আপনি কি নিজের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট/ব্লগ ডিজাইন, প্রিমিয়াম হোস্টিং এবং ডোমেইন নিতে চাইছেন? অথবা রিসেলার হোস্টিং নিয়ে হোস্টিং ব্যবসায় শুরুর কথা ভাবছেন?

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.rangpursource.com

ই-মেইল করুনঃ info@rangpursource.com

সেল ফোনঃ ০১৯২১৪১৮৫১৮; ০১৭২৩৭৬৬৪৭৫

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ৪

ফ্রীলান্সিং নিয়ে আমার ৪র্থ টিউটোরিয়ালটির মূল বিষয় "অতি দ্রুত কিভাবে প্রোজেক্ট জয়লাভ করতে পারবেন "। যদিও একজন নতুন ফ্রীলান্সার হিসাবে এটা পাওয়া অনেকটা কঠিন কাজ কিন্তু তার পরেও বলবো আপনিও পেতে পারেন। আমার দীর্ঘ ৩(তিন) বছরের ফ্রীলান্সিং ক্যারিয়ারে এতো দ্রুত প্রোজেক্ট জয় লাভ করেছি গত বছর(২০১১)। তো চলুন কিভাবে আপনিও পেতে পারেন তা দেখে নিন...

আগে দেখি ফ্রীলান্সিং এর যেকোন সাইট থেকে দ্রূত কাজ পাবার প্রথম শর্ত গুলো হচ্ছে –

ক. প্রোজেক্ট বিড করার পূর্বে ভালমত পড়ুন ও বুঝে নিন। কাজটি যদি আপনি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন বলে মনে করেন তবে বিড করুন। কোথাও না বুঝলে বিড এর সাথে বায়ার-কে পিএম দিন। তবে হ্যা অতিরিক্ত কথা পিএম - এ লিখবেন না।

খ. বিড করার সময় যেন লিখার স্পেলিং ভুল না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

গ. যদিও বায়াররা পূর্ববর্তী কাজের নমুনা দেখতে চায় প্রায় প্রতিটি প্রোজেক্ট-এ, কিন্তু আপনি যদি নতুন ফ্রিল্যান্সার হয়ে থাকেন তবে এক্ষেত্রে আপনাকে সুন্দর এবং আকর্ষনীয় কথার দ্বারা বায়ারকে বুঝাতে হবে।

ঘ. কয়েকটি প্রোজেক্ট এর কাজ না পাওয়া পর্যন্ত বেশি ডলারের প্রোজেক্ট এ বিড না করাই ভাল। তবে আগেও বলেছি, এতোটাই কম রেটে বিড করবেন না যেটি আপনার পরবর্তীতে সমস্যায় ফেলে দেয়।

ঙ. আস্তে আস্তে কাজ সম্পর্কিত কিছু Sample তৈরি করে রাখুন এবং পরবর্তী প্রোজেক্ট বিড করার সময় তা এটাচ করে দিন।

চ. বায়ারের সাথে সব সময় আন্তরিকতা বজায় রাখুন এবং প্রোজেক্ট এ বায়ারের রিকোয়্যারমেন্ট দ্রুত বোঝার চেষ্টা করুন।

ছ. আপনার দক্ষতা(Expertise), নৈপূন্যতা(Skill), দৃষ্টি(vision) ইত্যাদি সুন্দরভাবে দিয়ে প্রোফাইল সাজিয়ে তুলুন। প্রয়োজন হলে অভিজ্ঞদের সাথে কথা বলুন।

জ. ফ্রীল্যান্সিং এ কাজ পাওয়ার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বায়ারের সাথে ইংরেজিতে চ্যাট করতে হয়। চ্যাটিং এর সময় কমপক্ষে বায়ারের ম্যাসেজ বোঝা এবং আপনার ম্যাসেজটি যেন বায়ার বুঝতে পারে, এরকম ইংরেজিতে চ্যাটিং এর নুন্যতম যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে অভিধান(ডিকশনারী) সঙ্গে নিয়ে রাখুন। যদি বাযারের কোন কথা বুঝতে না পারেন তো অভিধান দেখুন।

ঝ. Facebook, Gtalk, Yahoo Messenger, Skype প্রায় সবগুলোর ম্যানেঞ্জারের ব্যবহার ভালমত জানুন।

ঞ. সর্বপরি কমিটমেন্ট অনুযায়ী বায়ারের সব কাজ করবেন। কোন প্রকার ছলচাতুরী কিংবা ধোকা দেয়ার মত কাজ করে হয়তোবা দুই-একটা কাজ চালাতেও পারবেন তবে, একবার ধরা পরলে সব শেষ।

এবার আসি যেভাবে আমি দ্রুত প্রোজেক্টটি পেয়েছিলাম.. আমি ফেসবুক ফ্যান পেজ প্রোমোশন এর একটি প্রোজেক্ট এ বিড করেছিলাম। ভাবতেও পারিনাই ২ দিনের মধ্যে প্রোজেক্টটি জয়লাভ করবো। যেখানে প্রোজেক্টটির শেষ তারিখ ছিল আরো ১৫ দিন পিছনে। আমার চাইতেও অনেক বেশি রিভিউ প্রাপ্ত ক্লাইন্টরাও প্রোজেক্টটিতে বিড করেছিলেন। যাক, ফ্যান পেজ নিয়ে আমার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাই আমাকে প্রোজেক্টটি পাইয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। এখন দেখুন, প্রোজেক্টটিতে বিড করা থেকে শুরু করে প্রোজেক্টটির কাজ নেয়া পর্যন্ত আমার এবং বায়ারের মধ্যে যেভাবে তথ্য আদান প্রদান হয়েছিল। আশা করি কিছুটা হলেও আপনাদের কাজে আসবে। দেখুন....

১. চিত্র: আমার বিড এর পিএম ম্যাসেজ, সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা স্বরূপ পূর্ববতী কাজের লিঙ্ক। আমি আরো অনেক দিতে পারতাম। কিন্তু বেশি দিলে অবিশ্বাসও করতে পারতো। তাই, লিমিট বজায় রেখে প্রুফ দেওয়া উচিৎ।

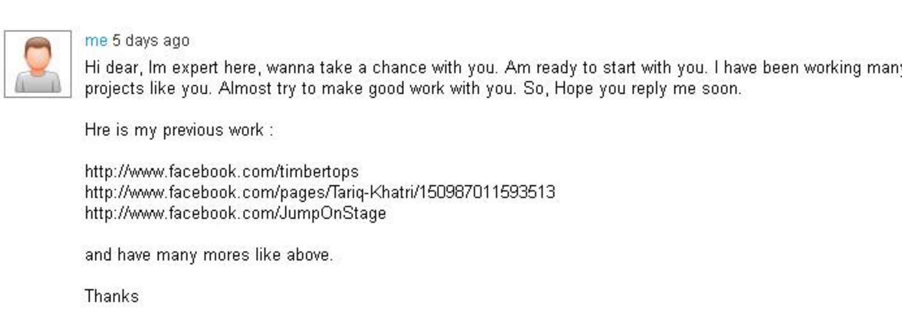
me 5 days ago

Hi dear, Im expert here, wanna take a chance with you. Am ready to start with you. I have been working many projects like you. Almost try to make good work with you. So, Hope you reply me soon.

Hre is my previous work :

http://www.facebook.com/timbertops
http://www.facebook.com/pages/Tariq-Khatri/150987011593513
http://www.facebook.com/JumpOnStage

and have many mores like above.

Thanks

Shaon

২. চিত্র: বায়ারের রিপ্লে। এই নিয়ে দ্বিতীয় বারের মত কোন বায়ার সরাসরি আমার বিডের প্রশংসা করে। :D

mkc79 5 days ago

Hi,

Very nice bid!

I wanted to make sure, are the fans all real? no bots used.

How will you get the fans?

Thanks a lot.

Hoping to work with you.

Reply

৩. চিত্র: বায়ারের প্রশ্ন মত আমার প্রতি-উত্তর। আপনার বায়ার তার কাজের অনেক বিষয়ই নাও জানতে পারে তাই তাকে কাজটি কিভাবে করলে ভাল হবে সেটি বুঝিয়ে দিতে চেষ্ঠা করুন। তাহলে তিনি আপনা প্রতি আরো আস্থা পাবেন।

me 5 days ago

Thanks a lot for compliment of my bid. Dear, yes this is real fan. and I wanna make sure that if you make me the admin of your desire page. so can make best support for you. Because, your know FB recently close their automatic request sending even a new fan like a page. Here i just tell you that Only admin can send request to real people. Hope you get what I meant?

Thanks again. and hope you will enjoy working with me. waiting for your reply

Sincerely

Shaon

৪. চিত্র : বায়ার আমার কাজে জানতে চায় যে, আমি প্রোজেক্টটি কত দিনের মধ্যে শেষ করতে পারবো এবং তিনি তার উপর কর্তাকে কি বলতে পারেন এবং ফ্যানগুলো সব ইংরেজী ভাষাভাষী কি না।

mkc79 5 days ago

Okay,

So what exactly should I say to my clients?

And the fans are English speaking?

Also, how fast can you complete the task?

Thanks.

Reply

৫. চিত্র : আমি যে পেজ প্রোমেশনের কাজ করবো, সেটির এ্যাডমিন একসেস আমার দরকার কি-না তা বায়ার জানতে চাইছেন।

mkc79 5 days ago

How many accounts do we have to make admin?

Reply

৬. চিত্র: আমার উত্তর।

me 5 days ago

Just one account of mine desire, who will work on it. If you have more then 4 or 5 pages, so you need to add mine desire to all of you pages as admin.

Thanks

৭. চিত্র: বায়ার আমাকে যে ফ্যান পেজগুলো দিবেন, সেগুলো ছাড়াও বা তার পরিবর্তে অন্য কোন নির্দিষ্ট দেশের ফ্যান এ্যাড করে দিতে পারবো কি না তা জিজ্ঞাসা করেছেন।

mkc79 5 days ago

One more thing,

Instead of getting fans from all those country, can I specify a country for each fanpage?

Like

Page 1 - UK Fans
Page 2 - UK/US/CA/AU
Page 3 - US
Page 4 - Italy?

Let me know if it's possible or not.

After this project, I'll be ordering another 1k fans for Australian fans.

Thanks again.

Adam

Reply

৮. চিত্র : আমার জবাব।

me 5 days ago

yap you can, if you will do this it can be very easy for me. So, you proceed.

thnx

৯. চিত্র : সব কথা শেষে বায়ার আমাকে তার স্কাইফ আইডি দিলেন তাকে এ্যাড করার জন্য। বায়ার আইডি অপ্রকাশিত রাখা হল। :)

mkc79 5 days ago

Okay,

When you come online please send me you Skype ID.. or add me: [redacted]

I also need the account that I need my clients to make admin.

Be quick,

Thanks

Reply

১০. চিত্র: তারপর আমিও আমার আইডি দিলাম।

me 4 days ago

My yahoo, gtalk, skype is : shaonbd2020, can add me any one of each.

thnx

১১. চিত্র: এবারে বায়ার আমাকে আমার নামটি দিতে বললেন, যেটিকে ফ্যান পেজ এর এ্যাডমিন করে দিবেন।

mkc79 4 days ago

Added, let me know when you come online.

Also send me the account name that should be made admin here to avoid any more delay to my clients.

Thanks

Reply

১২. চিত্র: আমি আমার কাঙ্খিত নামটি বায়ারকে দিলাম। এখানেও নামটি অপ্রকাশিত রাখা হল। :)

me 4 days ago

ok dear, the name is : [redacted]

And also send me the page links. One think what about the milestone payment? I need it to make a clear deal to you.

Thanks

উপরের প্রতিটি চিত্র লক্ষ করুন অত্যান্ত যত্নসহকারে। দেখুন, একটি কাজের জন্য বায়ার আপনাকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন। আবার একটির সাথে আরো অনেক কাজের অফারও দিতে পারেন। আপনার উচিৎ হবে প্রথম যে, প্রোজেক্টটির জন্য বিড জয়লাভ করেছেন সেটি আগে শেষ করা। অবশ্য আপনার যদি লোকবল মানে টিম থাকে কাজ করার মত তবে বায়ারের অফার গ্রহন করতে পারেন। তবে হ্যা, কাজ শুরুর আগে অবশ্যই মাইলস্টেন পেমেন্ট কনফার্ম করে নিবেন। মাইলস্টেন পেমেন্ট কি কেন কিভাবে তা নিয়েও আলোচনা করা হবে।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ৫

ফ্রীলান্সারের প্রথম চারটি টিউটোরিয়ালে সাইন আপ থেকে শুরু করে প্রোজেক্ট পাওয়া পর্যন্ত পদ্ধতিগুলো দেখলেন। এবার আসা যাক কাজ করার পর যে পেমেন্ট পাবেন তা কিভাবে মানিবুকার্স পেমেন্ট গেটওয়েতে নিয়ে আসবেন।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেকোন ফ্রীলান্স সাইটেই কাজ করে তার পেমেন্ট ঘরে নিয়ে আসা সত্যি অনেক কষ্টসাধ্য। একদিকে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয় আবার অন্য দিকে যদি ব্যাংকে উঠাতে হয় তবে, ব্যাংকে তার প্রমান দেখাতে হয় মাঝে মাঝে যে, অর্থটি কোথায় থেকে এসেছে। :(আরো অনেক কিছু। যাই হোক আজকের আলোচনা কিভাবে মানিবুকার্স এর মাধ্যমে ফ্রীলান্সার থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। বলতে পরেন মানিবুকার্স কে ফ্রীলান্সারে এক্টিভিশন প্রক্রিয়া। তো চলুন শুরু করা যাক ...

১. আপনার ফ্রীলান্সার ড্যাসবোর্ড এর পেমেন্টস মেন্যু থেকে Withdraw funds এ ক্লিক করুন।

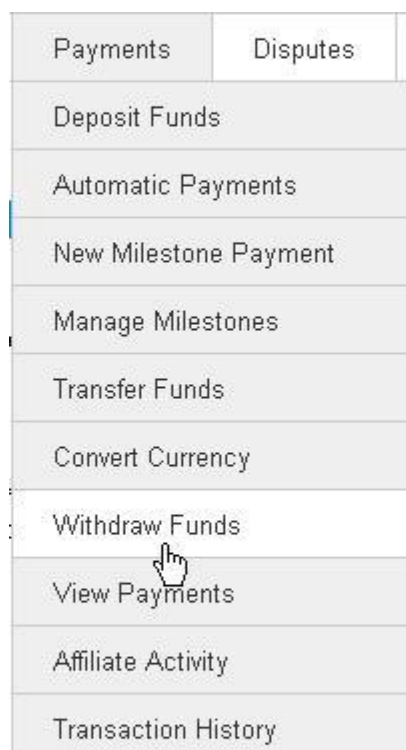

২. এবার Withdraw request থেকে moneybookers.com নির্বাচন করুন।

৩. উল্লেখ্য, আপনি যত ডলার উত্তোলন করতে চাইবেন, আপনার একাউন্টে অবশ্যই তত ডলার থাকতে হবে। moneybookers.com এর মাধ্যমে আপনি সর্বনিম্ন 30$ এবং সর্বোচ্চ 10000$ উত্তোলন করতে পারবেন। এবার, **Withdraw** অপশনে আপনার moneybookers.com এর ইমেইল আইডি, **Withdraw** ডলারের পরিমান লিখে দিয়ে **Next** করুন।

৪. এবার, moneybookers.com এ আপনার রিকোয়েষ্ট কনফার্ম করুন। যদি কোন কিছু পরিবর্তন করতে হয়, তবে Back করে পরিবর্তন করে নিন। অন্যথায়, **Submit Request** এ ক্লিক করুন।

৫. আপনার মেইলে কনফার্ম মেসেজ দিবে রিকোয়েষ্ট টি সাবমিট হলে। এখানে, **Request Status : Delayed** দেখানোর কারন হচ্ছে ফ্রীলান্সার একাউন্টে পর্যাপ্ত ডলার নাই। তাই যত ডলার তুলবেন ঠিক প্রোসেসিংতারিখের আগেই সেই পরিমাণ ডলার একাউন্টে জমা করবেন। নয়তো রিকোয়েস্টটি অটো বাতিল হবে। প্রথম রিকোয়েষ্ট প্রোসেসিং এর সময় নিবে অন্তত ১৫-২০ দিন। তার পরের রিকোয়েষ্ট গুলো সর্বোচ্চ ৩ দিন সময় নিবে। কবে নাগাদ আপনার ডলার moneybookers.com এর ডিপোজিট হবে তাও উল্লেখ্য।

৬. এবার **Payments** মেন্যু থেকে **View Payments** এ ক্লিক করে পেমেন্ট এর বিস্তারিত দেখে নিন।

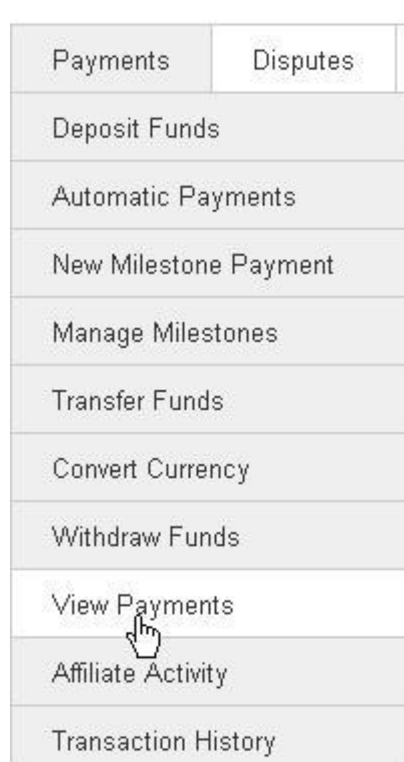

৭. নিচের ইমেজটি লক্ষ করুন। এখানে, ৪৫ ডলার উত্তোলনের জন্য রিকোয়েষ্ট করা হয়েছে ২১/৩/২০১১ তারিখে এবং তা ১২/৪/২০১১ তারিখের মধ্যে মানিবুকার্স একাউন্টে পাঠানো হবে নির্দেশনা মতে। আবারো বলছি, ফ্রীলান্সারের জন্য প্রথম বারের মত মানিবুকার্সে উত্তোলন করতে সময় লাগে কমপক্ষে ১৫-২০দিন। আর একবার একটিভ হলে, পরবর্তী পেমেন্ট রিকোয়েষ্ট গুলো ২-৩ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।

Pending Withdrawals (Read about Withdrawals)

Requested at	Amount	Details	Status	Processing date	Actions
03/21/2011 at 9:16 EDT	$ 45 USD	Moneybookers withdrawal to [redacted]	Delayed	Mon, 11 - Tue, 12 Apr 2011	Take Action

৮. আপনার পেমেন্ট রিকোয়েষ্ট অনুযায়ী যদি একাউন্ট-এ পর্যাপ্ত ডলার না থাকে তবে, উপরের চিত্রের মত স্টাটাস দেখাবে। পর্যাপ্ত ডলার থাকলে তা নিচের চিত্রের মত স্টাটাস প্রদর্শন করবে।

Pending Withdrawals (Read about Withdrawals)

Requested at	Amount	Details	Status	Processing date	Actions
03/21/2011 at 9:16 EDT	$ 45 USD	Moneybookers withdrawal to [redacted]	Ready	Mon, 11 - Tue, 12 Apr 2011	Take Action

এবার অপেক্ষা করুন ডলার ট্রান্সফার এর জন্য। সমস্যা হলে মন্তব্যে অথবা ফেসবুক গ্রুপে অথবা ফ্যান পেজে জানাতে ভুলবেন না।

আপনি কি ব্লগার অথবা ফ্রীলান্সার? আপনি কি নিজের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট/ব্লগ ডিজাইন, প্রিমিয়াম হোস্টিং এবং ডোমেইন নিতে চাইছেন? অথবা রিসেলার হোস্টিং নিয়ে হোস্টিং ব্যবসায় শুরুর কথা ভাবছেন?

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.rangpursource.com

ই-মেইল করুনঃ info@rangpursource.com

সেল ফোনঃ ০১৯২১৪১৮৫১৮; ০১৭২৩৭৬৬৪৭৫

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস “ফ্রীল্যান্সার” - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ৬

পূর্বে পোষ্টগুলো একদম নতুন ফ্রীলান্সারদের জন্য করা। তবে এই টিউটোরিয়ালটি ও তাদের ধারাবাহিক পর্বের একটি। আজের পোষ্টের বিষয় হচ্ছে, কিভাবে মানিবুকার্স থেকে ফ্রীলান্সার একাউন্টে ডলার ডিপোজিট করবেন।

১. মানিবুকার্স থেকে আপনার ফ্রীলান্সার একাউন্টে ডিপোজিট করতে হলে প্রথমত আপনার মানিবুকার্স একাউন্টে প্রয়োজনীয় ডলার জমা থাকতে হবে। তা না হলে ডিপোজিট সম্ভব না।

২. মানিবুকার্স এর প্রয়োজনীয় ডলার জমা থাকলে আপনার ফ্রীলান্সার একাউন্টে লগইন করে **Payments > Deposit Funds** এ ক্লিক করুন।

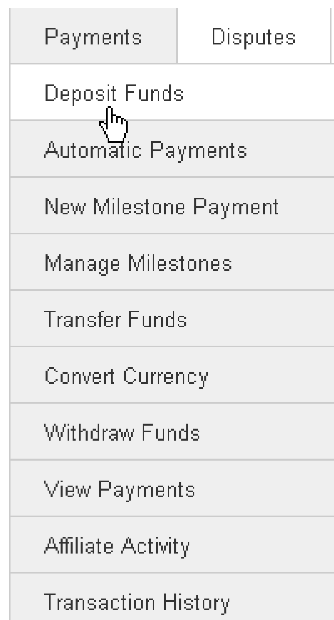

৩. **Payments Methods** থেকে **Moneybookers** নির্বাচন করুন। তারপর, **Amount to deposit** এ আপনি যত ডলার জমা করতে ইচ্ছুক তা লিখে দিন(সর্বনিম্ন 10$), সর্বশেষে **Next** করুন।

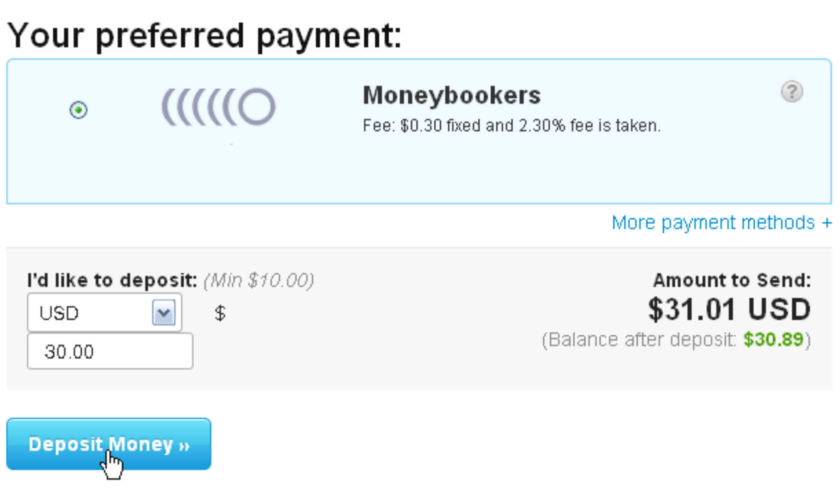

৪. সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে **Deposit** এ ক্লিক করুন।

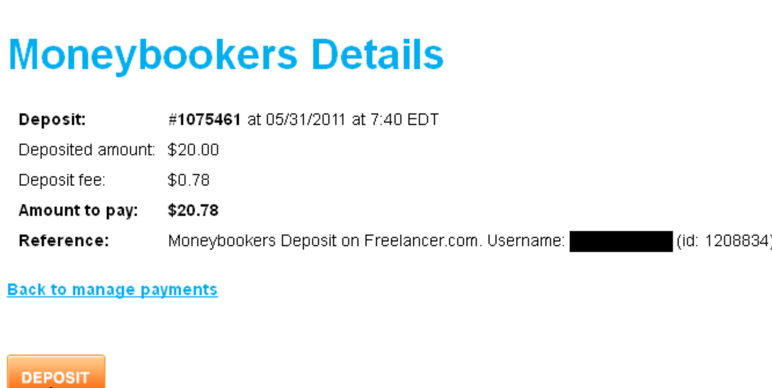

৫. এবার মানিবুকার্স এর উত্তোলন পেজ আসবে এখানে থেকে আপনাকে আপনার মানিবুকার্স একাউন্টে লগ ইন করতে হবে। নিচের চিত্রের ডান দিকে লক্ষ করুন।

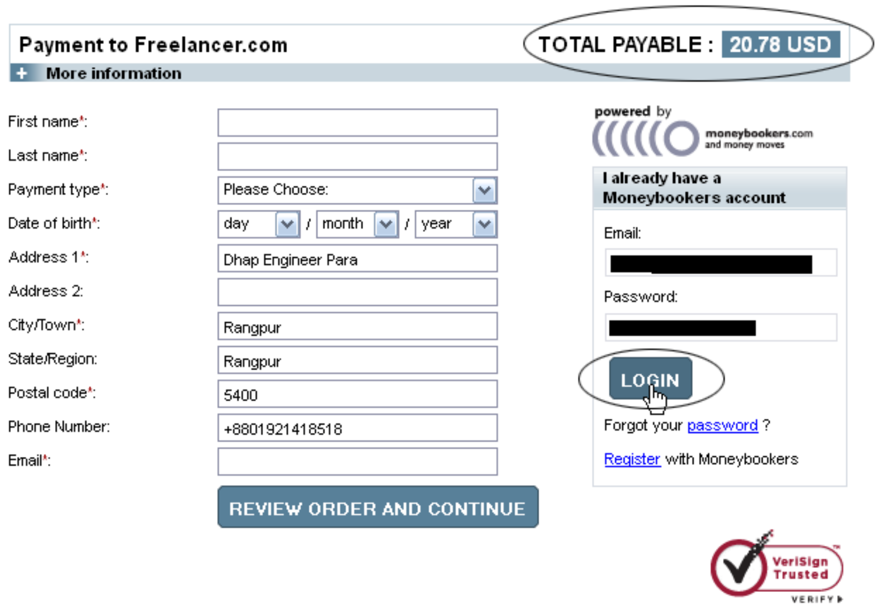

৬. মানিবুকার্স পেমেন্ট মেথড নির্বাচন করে দিন (আপনার মানিবুকার্স একাউন্টে যদি ডেবিট মাস্টারকার্ড সংযুক্ত করা থাকে তবে মানিবুকার্স এর মাধ্যমে সেখানে থেকেও ডলার জমা করাতে পারবেন)। তারপর, **Confirm** করুন।

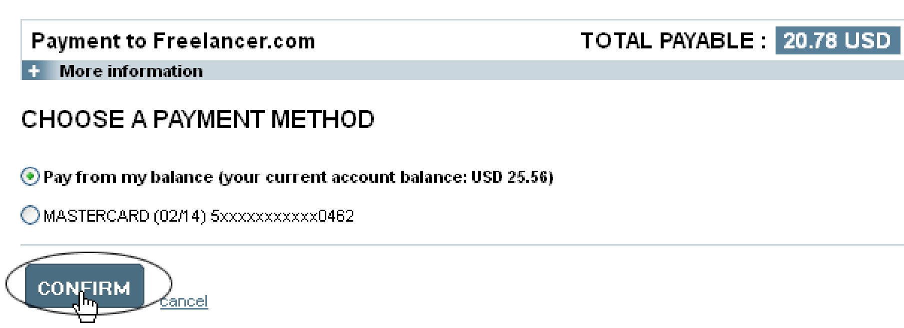

৭. **Confirm** করার সাথে সাথে মানিবুকার্স থেকে আপনার ফ্রীলান্সার একাউন্টে ডরার জমার হয়ে যাবে। এবং আপনার মানিবুকাস ও ফ্রীলান্সার মেইলে দুটি কনফার্ম মেইল পাঠানো হবে।

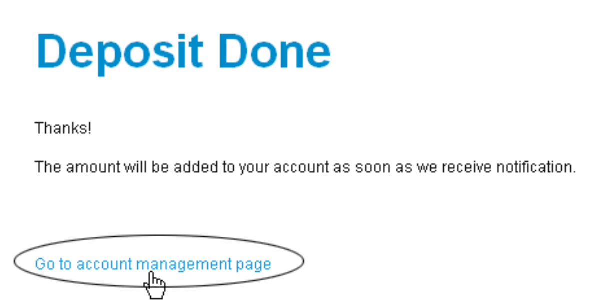

৮. এবার আপনার ফ্রীলান্সার একাউন্টের ড্যাশবোর্ডে গিয়ে চেক করুন, আপনার রিকোয়েস্টকৃত ডলার সঙ্গে সঙ্গে জমা হয়ে গেছে।

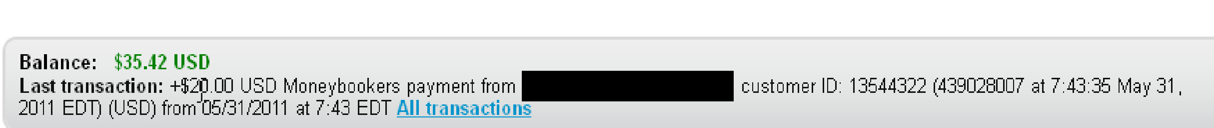

কিছু নোট: মানিবুকার্স, পেপাল এবং মানিবুকার্স ক্রেডিট কার্ড থেকে ফ্রীলান্সারে ড লার জমা করালে ফি বাবদ আপনার রিকোয়েষ্টেড ডলারের ২.৩০% এবং অয়্যার ট্রান্সফার এর মাধ্যমে জমা করালে ২.০০%চার্জ কাটবে।

পোষ্টটি বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই জানাবেন ফেসবুক [গ্রুপে](#) অথবা [পেজে](#)। তাড়াহুড়া করে উত্তোলন করতে যেয়ে কষ্টে অর্জিত ডলার যেন নষ্ট না হয় সেদিকে খেন রাখবেন।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ৭

এতোদিন আপনি কাজ করলেন ফ্রীলান্সার এর একজন প্রোভাইডার/ওয়ার্কার হিসাবে। মানে, অন্য বায়ারদের কাজ নিয়ে আপনি নিজে বা আপনার গ্রুপের অন্য সদস্যদের দিয়ে করায় নিতেন। কিন্তু যদি এমনটা ইচ্ছা হয় বা কখনো আপনার কোন কাজ অন্যকোন ফ্রীলান্স ওয়ার্কার দিয়ে করাবেন, তাহলে? উপায় আছে, আর এ উপায়টি নিয়েই আজকের বিস্তারিত পোষ্ট। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ফ্রীলান্সার সিরিজ পর্বের ৭ নং টিউটোরিয়ালটি শুরু করি।

১. আপনার ফ্রীলান্সার একাউন্টে লগইন করুন। তারপর হোম পেজের টপ মেন্যু থেকে **POST PROJECT** ক্লিক করুন।

২. নতুন প্রোজেক্ট পোষ্ট করার জন্য একটি পেজ আসবে। আপনাদের বুঝার সুবিধার্তে পেজটির সব অপশন গুলো বিস্তারিত ভাবে নিচে তুলে ধরলাম।

ক) **Project name:** এখানে আপনার পছন্দ অনুসারে প্রোজেক্টের নাম দি ৱতে পারেন। তবে হ্যা, **নাম পছন্দ করবেন প্রোজেক্টের বিষয় এর উপরের ভিত্তি করে** ইররিলেভেন্ট বা অসমঞ্জস্য নাম ব্যবহার করবেন না। মনে রাখবেন, প্রোজেক্টের নামের উপরের অনেক কিছুই নির্ভর করে।

খ) Category: এটাও আপনার প্রোজেক্টের উপরেই নির্ভর করবে। তবে, বেশির ভাগই **Customized** প্রোজেক্ট হিসাবে থাকে।

গ) Add Skill: এটি অ ত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অপশন। আপনি এখানে যেসব স্কীল (দক্ষতা) এ্যাড করে দিবেন। আপনার প্রোজেক্টে যারা বিড করবে তাদেরও সেইসব স্কীল থাকেতে হবে। তা না হলে বিড করতে পারবে না। অনেকেই দেখা যায় স্কীলগত সমস্যার কারনে পছন্দের প্রোজেক্টে বিড করতে পারেন না। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল, আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি প্রোজেক্টটি করতে পারবেন তবে প্রোফাইলের কোয়ালিফিশেন থেকে আপনার স্কীলগুলো পরিবর্তন কনে নিয়ে বিড করতে পারবেন। :)

ঘ) Describe Your Project in Details: এইখানে আপনার প্রোজেক্টের সম্পূর্ণ বিবরন থাকবে। কিভাবে কি করতে হবে। কাজের মাধ্যম কি এবং কিভাবে পেমেন্ট করবেন তা এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করবেন। কোন অসমঞ্জস্য তথ্য কিংবা ওয়ার্কাররা বুঝতে পারবে না এমন কোন তথ্য দিতে যাবেন না। প্রয়োজনে ছবি এটাচ করে দিন এবং সে অনুযায়ী কাজের ইন্সট্রাকশন দিন। এতে ওয়ার্কাররা আপনার কাজ সম্পর্কে প্ররিস্কার ধরনা পাবেন এবং কাজে বিড করতেদ স্বাচ্ছন্দবোধ করবেন।

ঙ) Attach File: আপনি যদি উদাহরন স্বরূপ অথবা কাজটি কি ধরনের হবে তা প্রোভাইডার/ওয়ার্কার্সকে দেখাতে চান তবে Attach File থেকে সংযুক্ত করে দিতে পারেন।

চ) Budget for you Project: আপনার প্রোজেক্টের বিশালতা অনুযায়ী তার মূল্য এখানে নির্ধারন করে দিতে হবে।

ছ) How long should the project stay open for bidding: এই অপশনটিও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আপনার প্রোজেটক্টি কতদিন বিড করা জন্য উম্মুক্ত থাকবে তা লিখে দিতে হবে। সর্বনিম্ন ১ দিন থেকে সর্বোচ্চ ৬০ দিন এর মধ্যে দিতে হবে।

জ) Promote Your Listing: এই অপশনটি সচরাচর ব্য বহার হয় না। তবে, জেনে রাখা ভাল এগুলো শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয় প্রোজেক্টকে হাইলাইট করতে। এখানের মধ্যে চারভাবে আপনি আপনার প্রোজেক্টকে হাইলাইট করতে পারেন। তবে, যে অপশনটি ব্যবহার করে হাইলাইট করবেন তার জন্য অতিরিক্ত(প্রোজেক্টের জন্য নির্দিষ্ট চার্জ বাদেই) ডলার আপনার একাউন্ট থেকে চার্জ কাটা হবে। এসব অপশন সাধারনত বড় বড় প্রতিষ্ঠান বা বায়াররাই ব্যবহার করে থাকেন।

ঝ) এবার সব কিছু আবারো ভাল ভাবে দেখে নিন। তারপর, **Preview my Project>>** এ ক্লিক করেন।

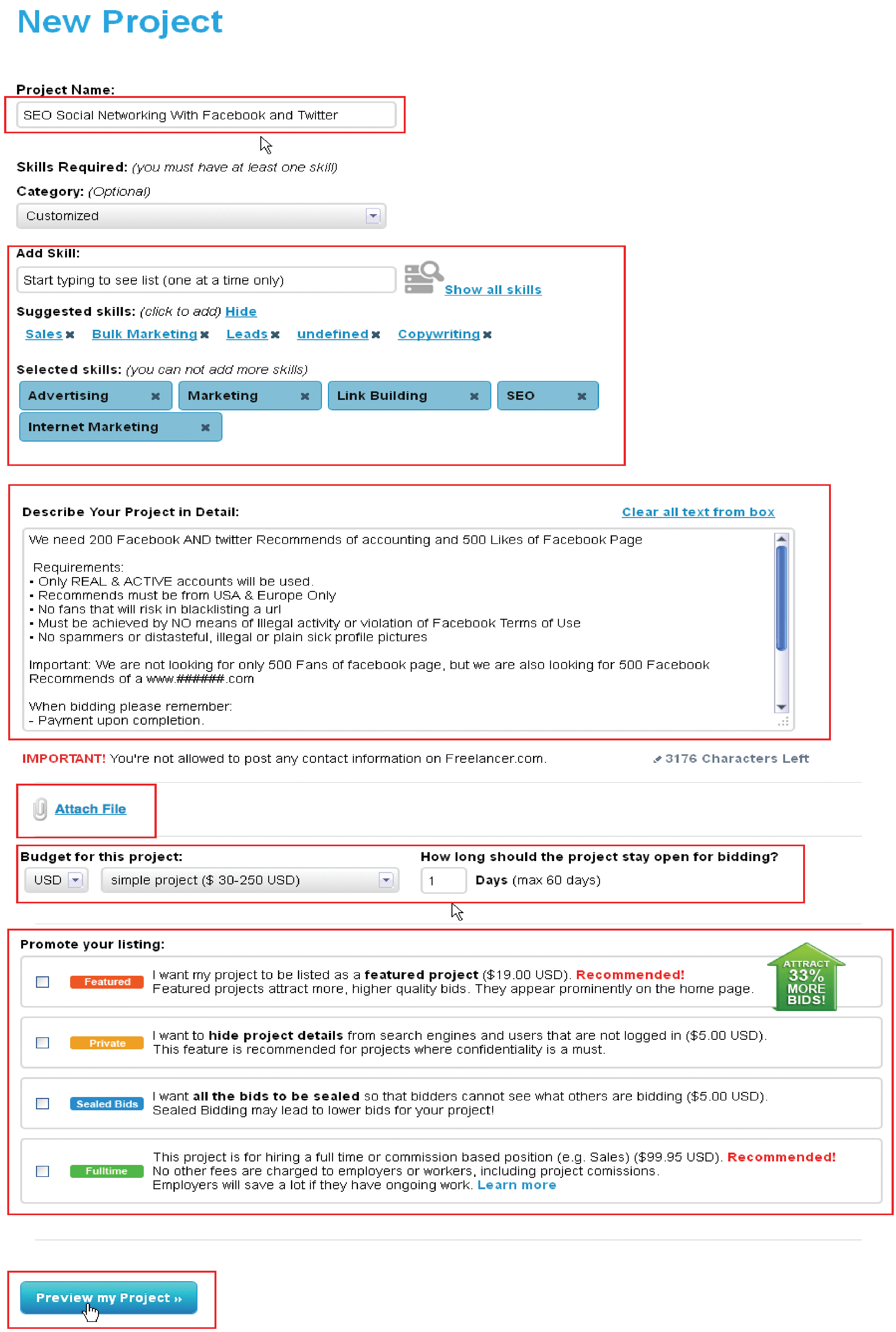

৩. নিচের মত প্রোজেক্টের প্রিভিউ হবে। এখানে জেনে রাখবেন, প্রোজেক্টটি যখন চূড়ান্তভাবে পাবলিশ করবেন; তখন আপনার একাউন্ট থেকে প্রোজেক্ট ফিস বাবদ ফ্রী লান্সার.কম $5 কেটে নিবে। অবশ্য যখন প্রোজেক্ট সম্পূর্ণ হবে এবং আপনি আপনার প্রোভাইডার/ওয়ার্কার্সকে প্রোজেক্ট এর সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করবেন তখন এই $5 রিফাউন্ড/ফেরত পাবেন। :)

৪. সবশেষে **Post Project Now** এ ক্লিক করুন। কিছুক্ষনের মধ্যে আপনার প্রোজেক্টটি ফ্রীলান্সারের সকল ক্লাইন্টসদের কাছে ভিজিবল/প্রদর্শিত হবে।

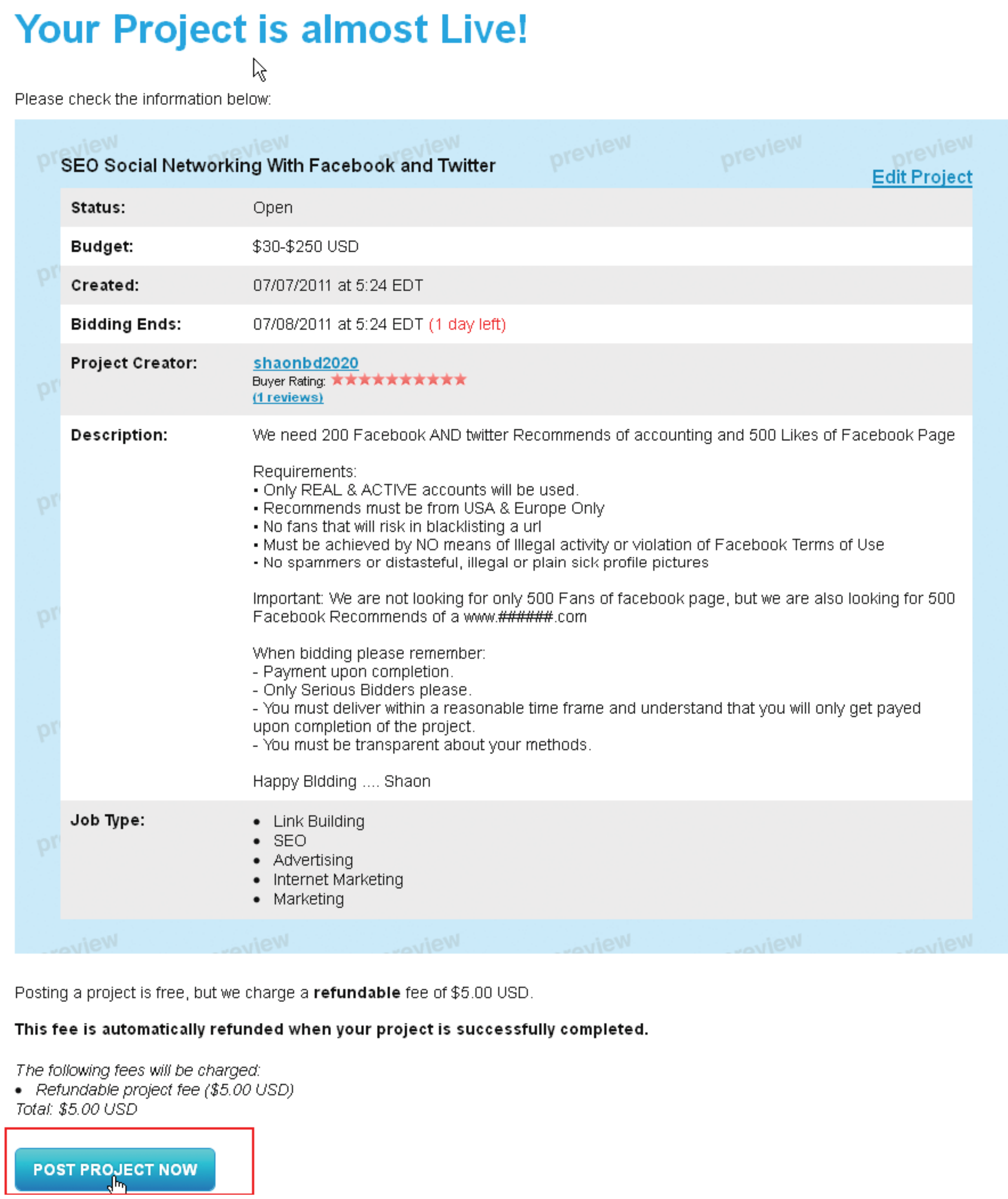

Your Project is almost Live!

Please check the information below:

SEO Social Networking With Facebook and Twitter — Edit Project

Status:	Open
Budget:	$30-$250 USD
Created:	07/07/2011 at 5:24 EDT
Bidding Ends:	07/08/2011 at 5:24 EDT (1 day left)
Project Creator:	shaonbd2020 Buyer Rating: ★★★★★★★★★★ (1 reviews)
Description:	We need 200 Facebook AND twitter Recommends of accounting and 500 Likes of Facebook Page Requirements: • Only REAL & ACTIVE accounts will be used. • Recommends must be from USA & Europe Only • No fans that will risk in blacklisting a url • Must be achieved by NO means of Illegal activity or violation of Facebook Terms of Use • No spammers or distasteful, illegal or plain sick profile pictures Important: We are not looking for only 500 Fans of facebook page, but we are also looking for 500 Facebook Recommends of a www.######.com When bidding please remember: - Payment upon completion. - Only Serious Bidders please. - You must deliver within a reasonable time frame and understand that you will only get payed upon completion of the project. - You must be transparent about your methods. Happy Bidding .... Shaon
Job Type:	• Link Building • SEO • Advertising • Internet Marketing • Marketing

Posting a project is free, but we charge a **refundable** fee of $5.00 USD.

This fee is automatically refunded when your project is successfully completed.

The following fees will be charged:
- *Refundable project fee ($5.00 USD)*

Total: $5.00 USD

POST PROJECT NOW

এই হল ফ্রীলান্সারে একজন বায়ার হিসাবে প্রোজেক্ট দেয়ার নিয়ম। তবে, হুট করেই কখনও অপ্রয়োজনে প্রোজেক্ট দিতে যাবেন না। কারন, প্রোজেক্টটি সম্পূর্ণ করতে না পারলে আপনার প্রোফাইলে সমস্যাও হতে পারে। আর প্রোজেক্ট দিয়ে তা সম্পূর্ণ করতে না পারলে প্রোজেক্ট ফিস বাবদ $5 -ও রিফাউন্ড/ফেরত পাবেন না। একারনে দুই দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন আপনি নিজেই। তাই চিন্তা ভাবনা করে প্রোজেক্ট দিবেন। আর তেমন প্রয়োজন না হলে দরকার কি বায়ার হবার। ;)

আপনি কি ব্লগার অথবা ফ্রীলান্সার? আপনি কি নিজের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট/ব্লগ ডিজাইন, প্রিমিয়াম হোস্টিং এবং ডোমেইন নিতে চাইছেন? অথবা রিসেলার হোস্টিং নিয়ে হোস্টিং ব্যবসায় শুরুর কথা ভাবছেন?

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.rangpursource.com

ই-মেইল করুনঃ info@rangpursource.com

সেল ফোনঃ ০১৯২১৪১৮৫১৮; ০১৭২৩৭৬৬৪৭৫

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস “ফ্রীল্যান্সার” - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ৮

যারা আগে থেকে ফ্রীলান্সার.কম এ কাজ করছেন তারা হয়তো কিছু বিষয় লক্ষ করছেন যে, ফ্রীলান্সার কর্তৃপক্ষ তাদের পূর্বের কিছু নিয়মশৃঙ্খলার এবং ইন্টারফেসগত পরবর্তন ঘটিয়েছেন। আসলে পরিবর্তন না বলে বলবো উন্নয়ন করেছেন তাদের বায়ার ও প্রোভাইডারদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বিশ্বাস বাড়ানোর জন্য। কারন এর আগে অনেক বার বায়ার এবং প্রোভাইডার উভয়ই উভয়ের কাছে প্রতারিত হয়েছিল।

কিছুদিন আগেও একটা সমস্যাবোধ হতো প্রোভাইডারদের কাছে, যেমন: বায়ার প্রোজেক্ট জয়ী করায় দিয়েই কাজ শুরু করে দিতে বলতেন তাদের দেয়া নির্দেশনা মত। এতে করে দেখা যেত, যারা একদম নতুন তারা প্রতারিত হতেন ৭০%। নতুন ফ্রীলান্সাররা যখন প্রথম প্রোজেক্ট জয়ী হয় তখন তাদের মধ্যে একটি উত্তেজনা কাজ করে কিভাবে অতি দ্রুত বায়ারের কাজ সমপন্ন করে দিতে পারে। ফলে, নতুন কাজ পেয়ে বায়ারের সাথে পেমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা না করেই কাজে নেমে পড়ে। আর বায়ারের যদি অসৎ উদ্দেশ্য থাকে তবে, আপনার কাজ করাই বেকার যাবে। টাকা আর পাবেন না। অবশ্য সব বায়ার এমনটা না। এখন কথা হল বায়ার যেমনি হোক আপনার লক্ষ থাকবে মাইলস্টোন পেমেন্ট নিবেন তারপরে কাজ শুরু করবেন। অবশ্য দেশী বায়ার হলে তাদের ব্যাপারটা শিথিলযোগ্য হলেও হতে পারে। ;)

বর্তমানে ফ্রীলান্সার যেসব উন্নয়ন করেছেন তাদের ক্লায়ন্টদের জন্য তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যখন একজন বায়ার প্রোজেক্ট পোষ্ট করাবেন তখন তার একাউন্ট থেকে $5 সাধারনত কাটা যায়। কিন্তু, তারপরে আবার যখন প্রোজেক্ট জয়ী করাবেন তখন আরো $2 কাটা যাবে। ;) কি ভাবেছেন, এসব শুনেই কি বায়ার হবার চিন্তা বাদ দিলেন নাকি? চিন্তার কোন কারন নাই আপনি এখানে থেকে $5 রিফাউন্ড পাবেন অবশ্যই। সেটা কিভাবে; দেখুন: আগের নিয়ম অনুসারে যখন একজন বায়ার প্রোজেক্ট জয় করায় দিতেন তখন তিনি সাথে সাথেই $3 রিফাউন্ড পেতেন। কিন্তু বর্তমানের নতুন সিস্টেম অনুয়ায়ী, সাথে সাথে পাবেন না। আপনি প্রোজেক্টের কাজ প্রোভাইডার থেকে বুঝায় নিবেন তারপরে তার মাইলস্টোন রিলিজ করবেন এবং সম্পূর্ণ পেমেন্ট পরিশোধ করার সাথে সাথেই $5(প্রোজেক্ট ফিস থেকে $3 এবং পরের $2) রিফাউন্ড হবে স্বয়ংক্রীয়ভাবে। আর বায়ার মসাই যদি আপনার সাথে ধোকাবাজি করে তাহলে তার $5 আর রিফাউন্ড পাইতে হবে না। :D তাহলে এর থেকেই বুঝা যায় যে এখন কিছুটা হলেও নিরাপত্তা পাবেন। আর হ্যা, এই পোষ্টটি কিন্তু আপনি একজন বায়ার হিসাবে পড়বেন, সুতরাং নিজের দিকটাও ভাববেন ভাল করে !! ;)

তো চলুন দেখি কিভাবে আপনি আপনার প্রোভাইডারকে মাইলস্টোন পেমেন্ট দিবেন এবং তার কাজ শেষে রিলিজ করবেন তার সচিত্র টিউটোরিয়াল...

১. ফ্রীলান্সার একাউন্টে লগইন থাকা অবস্থায় **Payments > New Milestone Payment** এ ক্লিক করুন।

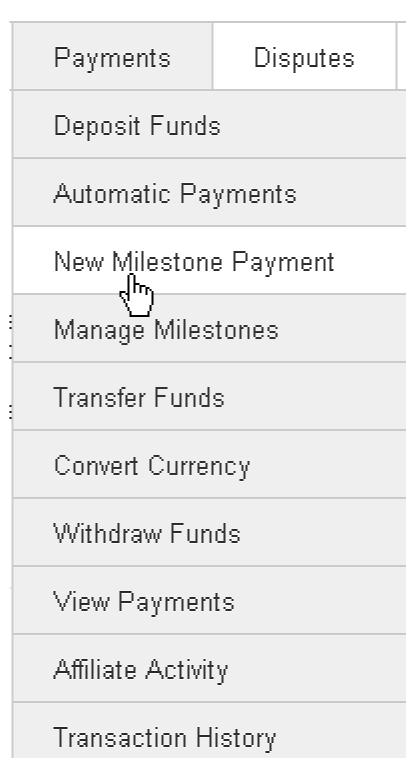

২. তারপর নিচের চিত্রের মত করে রেডিও বাটনগুলো নির্বাচন করুন। **Partial(আংশিক) payment for project**. এবার **Please choose the related project** থেকে **Active** রেডিও বাটনগুলো নির্বাচন করুন। এবং তার নিচের থেকে আপনি যে প্রোজেক্টের জন্য মাইলস্টোন দিবেন সেটি নিবার্চন করুন। যেই প্রোজেক্ট এর জন্য মাইলস্টোন দিবেন সেই প্রোজেক্ট প্রোভাইডার এর **Username** নির্বাচন করুন। পরের ফাকা অংশটুকুতে পেমেন্টটি কি জন্য দিচ্ছেন তা লিখে দিন। তারপর কত ডলার মাইলস্টোন পেমেন্ট হিসাবে দিবেন তা লিখে দিন। সর্বশেষে **Next** করুন।

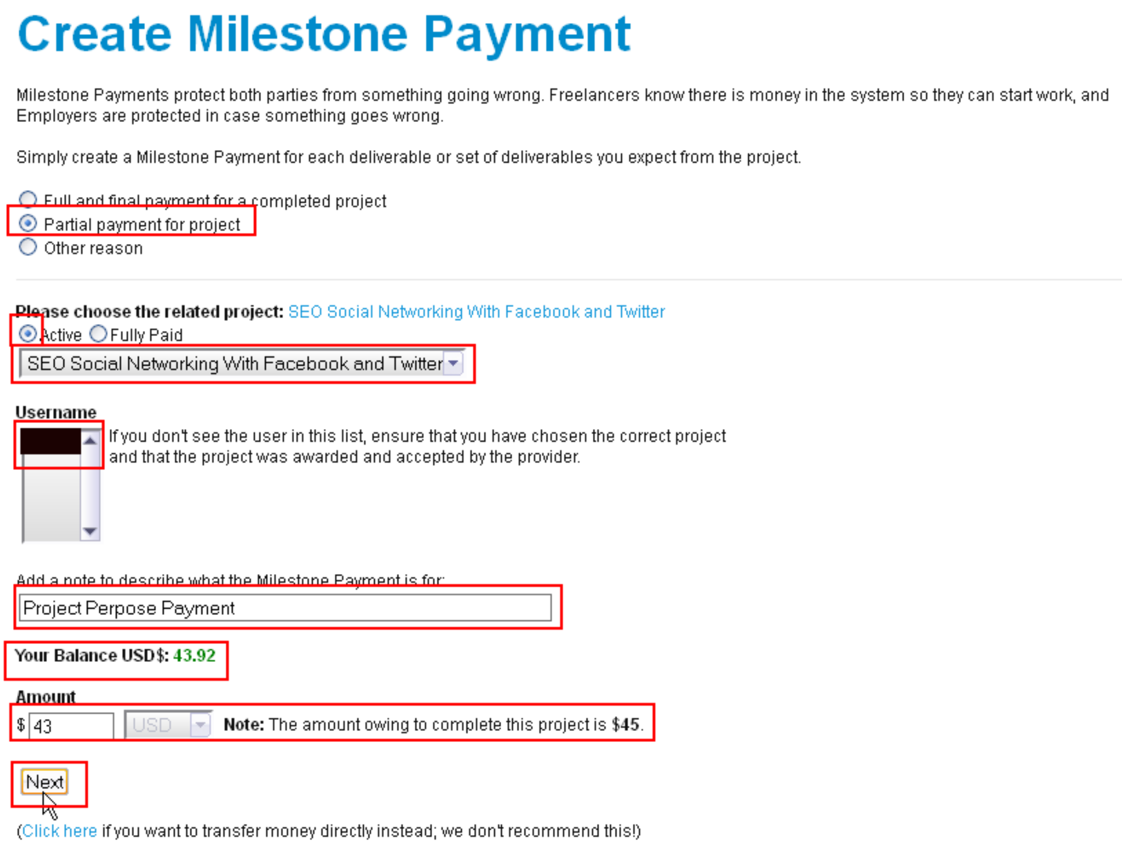

৩. এই পেজে আপনাকে কনফার্ম করতে হবে। দেখুন ঠিক নিচের মতই পাবেন। কনফার্ম এ টিক মার্ক করে **Create Milestone Payment** ক্লিক করুন।

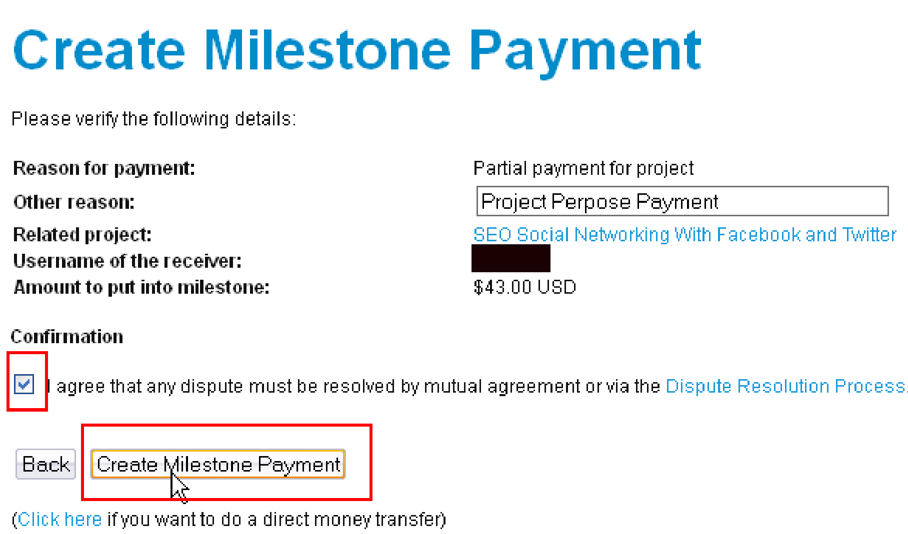

৪. আপনার মাইলস্টোন পেমেন্টটি সফলভাবে তৈরী হবে নিচের মত বার্তা পাবেন।

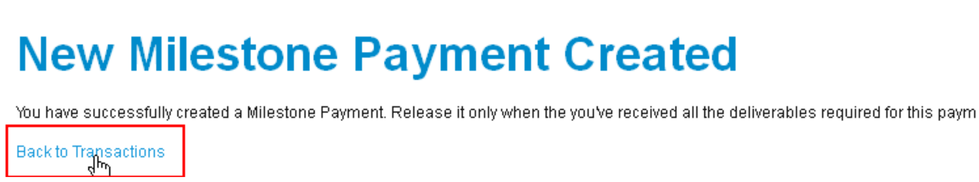

আসলে মাইলস্টোন পেমেন্ট কি?

মাইলস্টোন পেমেন্ট হচ্ছে, বায়ার এর প্রোজেক্টে আপনার কাজ শেষে টাকা পাবার নিরাপত্তার জন্য বায়ার কর্তৃক, নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ(ডলার) আপনার একাউন্টে(আপনার ফ্রীলান্সার আইডি 'তে) ঝুলায় দেয়া। এর মানে এই নয় যে, আপনি আপনার একাউন্টে টাকাটি দেখতে পারবেন বা উত্তোলন করে খরচ করতে পারবেন। কাজ শেষে আপনি যখন বায়ারকে মাইলস্টৌন রিলিজ এর জন্য রিকোয়েস্ট করবেন তখন বায়ার আপনার মাইলস্টোন রিলিজ করে দিবে। এবং আপনি আপনার একাউন্টে টাকা(ডলার) দেখতে পারবেন। এই উভয় লেনদেন এর জন্য।আপনি ইমেইলে কনফার্ম মেসেজ পাবেন সা থে সাথেই। মাইলস্টোন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে এখানে দেখুন :)

এখন কিভাবে কাজ শেষে আপনি আপনার প্রোভাইডারকে টাকা(ডলার) দিবেন তা দেখি...

৫. ফ্রীলান্সার একাউন্টে লগইন থাকা অবস্থায় **Payments > Manage Milestone Payments** এ ক্লিক করুন।

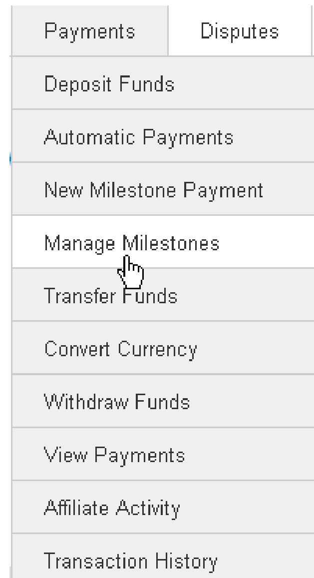

৬. নিচের চিত্রের মত **Take Action** থেকে **Release Part or Full Payment** নির্বাচন করুন।

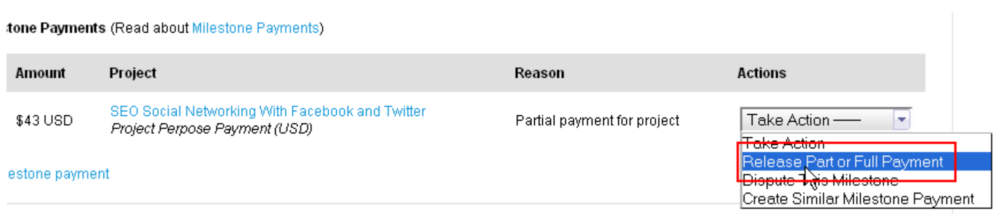

৭. এবার পেজটি সয়ংক্রীয়ভাবে রিডাইরেক্ট হয়ে নিচের মত পেজে আসবে। কনফার্ম এর ক্লিক দিয়ে, নিচে ফ্রীলান্সার প্রোফাইলের আপনার নামটি লিখে দিন। তারপর **Yes, Release it!** করুন। ।

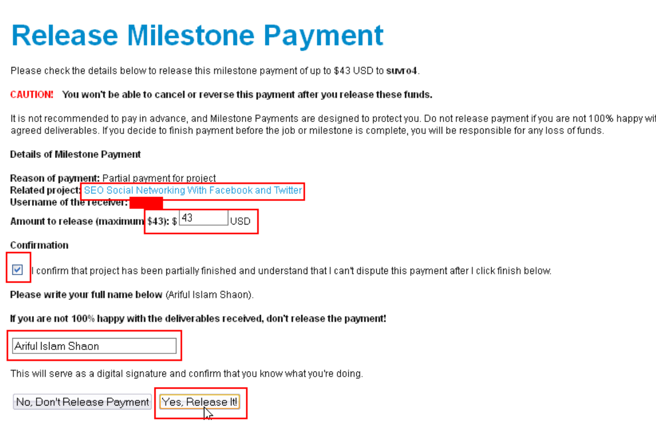

৮. এবার যদি আপনার মাইলস্টোনটি রিলিজ সফল হয় তবে নিচের মত বার্তা পাবেন।

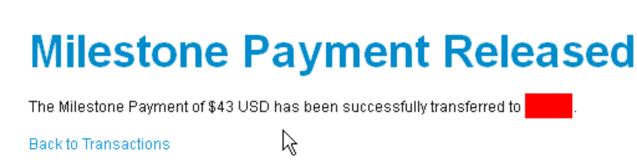

৯. এবার ফ্রীলান্সারে আপনার একাউন্ট ব্যালেন্স চেক করুন।

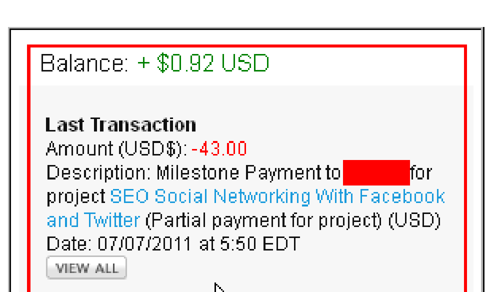

ব্যাস! মাইলস্টোন তৈরী এবং রিলিজের কাজ এখানেই শেষ। পোষ্টটি বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই জানাবেন ফেসবুক গ্রুপে অথবা পেজে। :)

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস “ফ্রীল্যান্সার” - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ৯

ফ্রীলান্সার নিয়ে নবম টিউটোরিয়াল পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি। গত ৭ম ও ৮ম পর্বে দেখিয়েছি কিভাবে বায়ার হিসাবে ফ্রীলান্সারে প্রোজেক্ট পোষ্ট করবেন ও প্রোজেক্ট এ নির্বাচিত প্রোভাইডারকে মাইলস্টোল পেমেন্ট তৈরী করবেন এবং তা রিলিজ করে দিবেন। এই দুই পোষ্ট প্রোজেক্ট সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারলে এই পোষ্টি আপনার জন্য কাজে আসবে। অর্থাৎ, এই পর্বে দেখাবো কিভাবে একটি প্রোজেক্ট এর কাজ শেষে সম্পন্ন করার পড়ে বায়ার(আপনি) এবং প্রোভাইডার(আপনার ওয়ার্কার্স) উভয়ই উভয়কে রিভিউ/ফিডব্যাক দিবেন।

আসলে যেকোন ফ্রীলান্স সাইটে কাজ করার পর টাকা আয় করা বা হাতে পাওয়াটাই মূল লক্ষ হলেও কাজের পাশাপাশি ফিডব্যাক/রিভিউ এরও দরকার। কারন এই ফিডব্যাক/রিভিউ-ই আপনাকে পরবর্তীতে অন্য বায়ার এর থেকে কাজ পেতে সাহায্য করবে। আর বর্তমান ফ্রীলান্সিং এ রিভিউ/ ফিডব্যাক ছাড়া কাজ দেয়া এবং নেয়াও অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তো চলুন আর বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করি কিভাবে একটি প্রোজেক্ট এর কাজ শেষে সম্পন্ন করার পড়ে বায়ার(আপনি) এবং প্রোভাইডার(আপনার ওয়ার্কার্স) উভয়ই উভয়কে রিভিউ/ফিডব্যাক দিবেন তা দেখি...

১. যখনই আপনি আপনার প্রোজেক্টের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার সম্পূর্ণ অংশ আপনার প্রোভাইডারকে পেমেন্ট /মাইলস্টোন থাকলে রিলিজ করে দিবেন(এটি একবারে সর্ম্পূর্ন অংশ হতে পারে অথবা কয়েক বারেও পরিশোধ করতে পারেন)। ঠিক তখনই আপনার ফ্রীলান্সার এর ড্যাশবোর্ডে স্বয়ংক্রীয়ভাবে নিচের ইমেজটির মত করে একটি বার্তা প্রদর্শন করবে। এর অর্থ হল এখন আপনি আপনার প্রোভাইডারকে রিভিউ/ফিডব্যাক পোষ্ট করুন। এখানে থেকে **rate now** বাটনে ক্লিক করুন।

২. পরের পেজে নিচের মত কিছু অপশন আসলে সবগুলো positively নিবার্চন করবেন। বেপারগুলো ইমেজে দেখিয়ে দিলাম। তাই বিস্তারিত লিখলাম না। শুধু এতটুকু বলে রাখি যে, আপনার প্রোভাইডারকে ভাল রিভিউ/ফিডব্যাক দিলে আপনি নিজেও ভাল রিভিউ/ফিডব্যাক পাবেন। এই বেপারটিতে সব সময় পজেটিভ থাকবেন। নিচের চিত্রটি লক্ষ করুন। :)

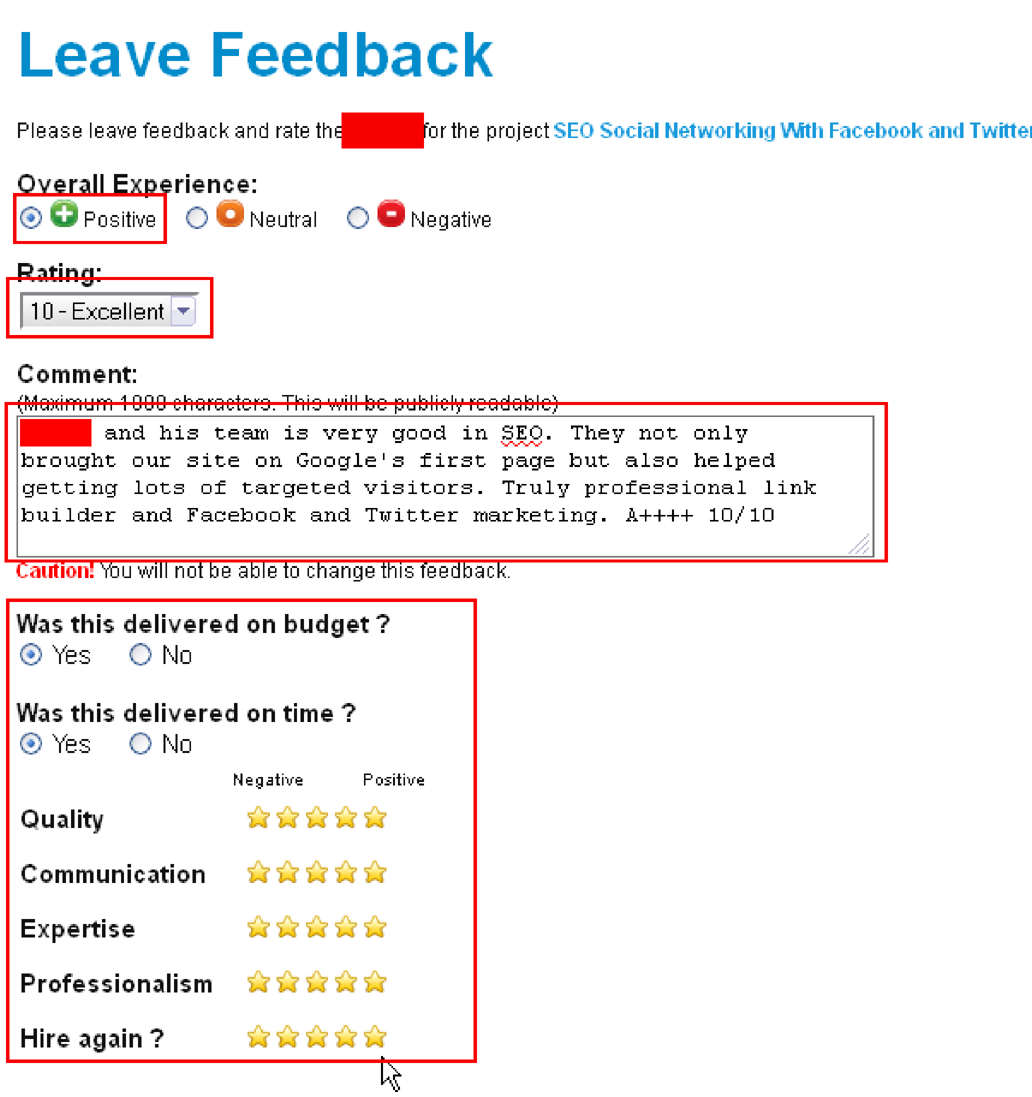

৩. উপরের পেজেরই নিচের অংশে একটি প্রাইভেট মেসেজ অপশন পাবেন, যেটি লিখলে ফ্রীলান্সার কর্তৃপক্ষ আপনার প্রোভাইডারের ব্যপারে জানবে পারবেন। সুতরাং এখানেও সবসময় পজেটিভ লিখবেন বা কাজ ঠিক মত না করলেও একেই বারে

নেগেটিভ দিবেন না। এটি কিন্তু আপনার প্রোভাইডার দেখতে পারবে না। শুধু ফ্রীলান্সার কর্তৃপক্ষ দেখতে পারবে। লিখার শেষে সব আবারো দেখি নিন কোথাও ভুল করেছেন কিনা। তারপর, **RATE USER** এ ক্লিক করুন। :)

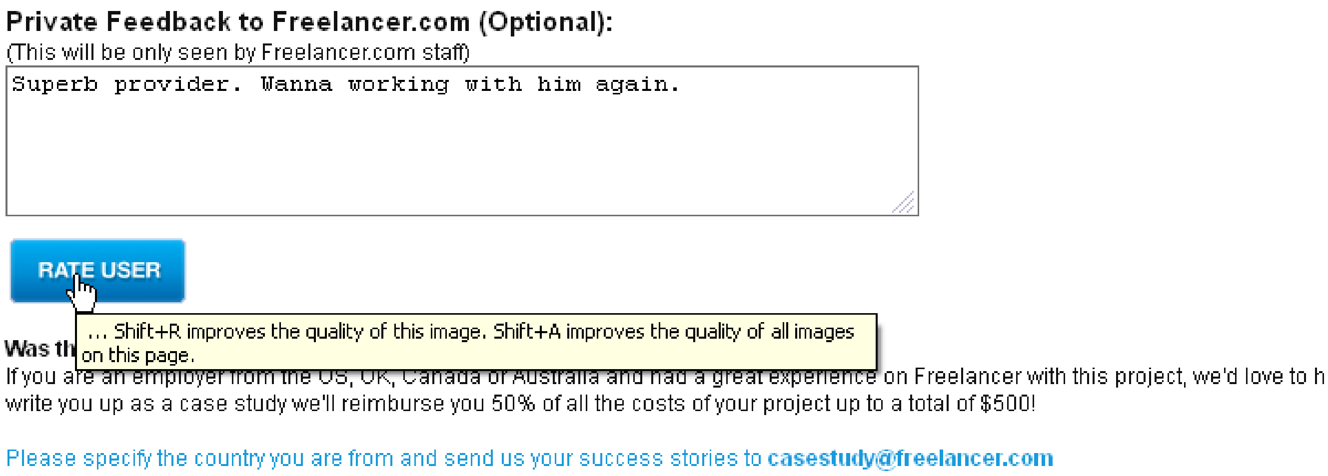

৪. উপরের **RATE USER** এ ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার কাজ শেষ। পরের পেজে নিচের মত মেসেজ দিবে, কিছুক্ষনের মধ্যে আপনার দেয়া রিভিউ/ফিডব্যাকটি আপনার প্রোভাইডারের প্রোফাইলে এবং পাবলিকালি ফ্রীলান্সারের সব সদস্যদের কাছে প্রদর্শিত হবে।

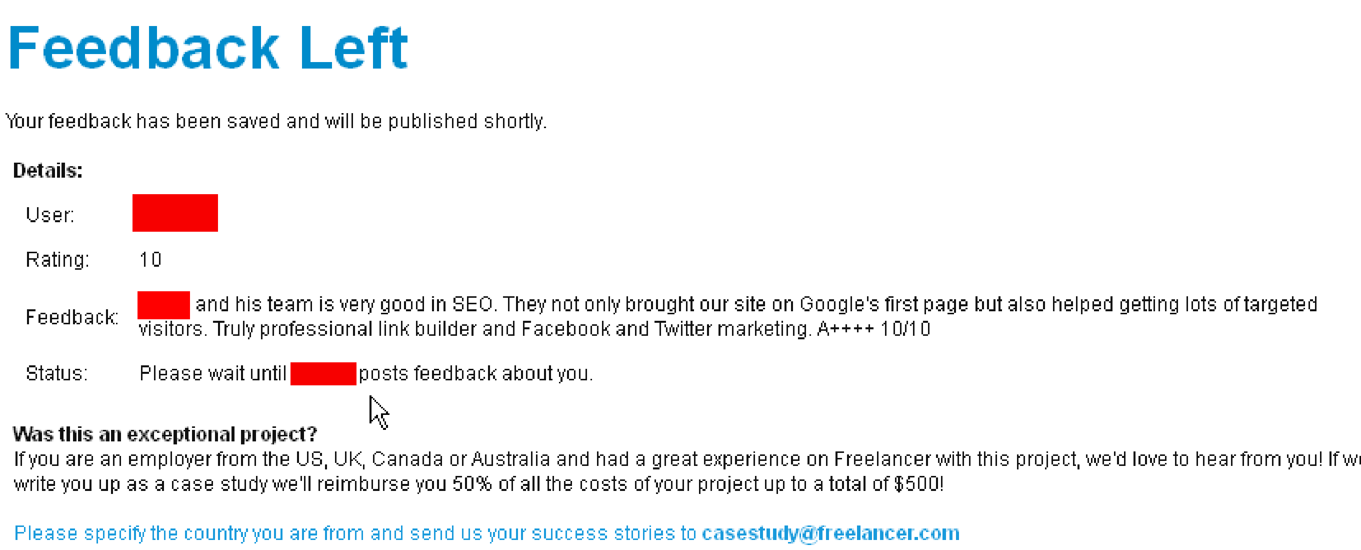

ব্যাস! আপনার বায়ার হিসাবে কাজ এখানেই শেষ। ঠিক একই ভাবে আপনার প্রোভাইডারও আপনাকে রিভিউ/ফিডব্যাক দিবে। :)

একই ভাবে পরবর্তীতে আপনি অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রোজেক্ট ওপেন ক রে সব কাজ সম্পাদনের পরে রিভিউ/ফিডব্যাক প্রদান /গ্রহণ করতে পারবেন।

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ১০

দেখতে দে খতে ফ্রীলান্সিং নিয়ে পূর্বে ৯টি টিউটোরিয়াল উপস্থাপন করেছি। সাধ্যমত চেষ্টা করেছি একদম প্রথম থেকে সব বিষয়গুলোকে সহজ ভাষায় সাজিয়ে উপস্থাপন করতে। আজ শেষ পর্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেই শেষ করবো, এই বিষয়গুলো অনুসরন করতে পারলে একজন সফল ফ্রীলান্সার হতে বেশি সময় ব্যয় করতে হবে না বলে আশা রাখছি। তো চলুন শুরু করি...

যেকোন কাজে নিজেকে প্রোফেশনাল ভাবাটা যুক্তিযুক্ত মনে করি। তাহলেই কাজের মজা পাওয়া এবং নিজের মেধার সঠিক ব্যবহার করা যায়। কারন, যখন কেউ নিজের জন্য কাজ করে বেশির ভাগ-ই সময় এবং মেধাকে ঠিক কাজে লাগাতে পারে না। এক্ষেত্রে কাজটিকে অনেকটা নিজের করে ভাবাটাই সমস্যার শুরু। এধারনাটি পরিবর্তন করে সব কাজকে আপনার ক্লাইন্টের কাজ মনে করে শুরু করে দিন। দেখবেন কাজটি অতি দ্রুত এবং সময়ের মধ্যে আপনার কাঙ্খিত রূপ দিতে পেরেছেন। এখন প্রশ্ন হল, আপনি কি নিজেকে প্রোফেশনাল ভাবতে লজ্জা/ভয় পান? ;) যদি লজ্জা/ভয় পান তাহলে আপনাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না। তাই যত দ্রুত সম্ভব এই ধারনাটি পাল্টায় ফেলুন। নিজের কাজকেই অন্যের কাজ মনে করে কাজটি শুরু করুন। আর নিজেকে প্রোফেশলান না ভাবতে পারলে আপনার সারা জীবনের কর্ম ফল "শূণ্য"!!! :(

এবার মূল আলোচনা:

প্রোফেশনালিজম, নিজের কাজে মানদন্ড। এক্ষেত্রে আমি কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নিজেকে সবসময় মূল্যায়ন করতে পছন্দ করি এবং তাতে ফলাফলও ভালই পাচ্ছি। আমার পাকিস্তান এর ক্লাইন্ট এবং আমি এক সাথে কাজ করছি অনেক দিন প্রায় ৩ বছর হবে। প্রথম প্রথম প্রায় উনার আর মাঝে প্রতিটি কাজের মূল্য নির্ধারন করতে সমস্যা হত। কারন কাজের ধরনগুলো একটা আরেকটা থেকে আলাদা। আর উনি আমাকে কাজে রেট অনেক কম দিতে চাইতেন, তারপরও এক পযায়ে একটা মূল্য নিধারন করে কাজ করতাম। যদিও আমার লাভ হতনা তেমন একটা, তারপরেও এভাবে চললো কিছুদিন। লাভ এই জন্যই প্রথমে বেশি চাইতাম না কারন কাজটি আমার জন্য কমফর্ট্যাবল এবং কাজগুলো ২/৩ দিন সময়ের মধ্যে করে দেয়া যায়।

আমি সবসময় নিজের কাজগুলোকে অন্যের সাথে তুলনা করি। কাজটি ভাল করতে পারলাম কিনা সেটি দেখি। এর অর্থ হল নিজেরই নিজের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার প্রবণতা। আর ঐ যে প্রথমেই বলেছি, প্রোফেশনালিজম, নিজের কাজে মানদন্ড। এটিকে আত্ত্বস্থ্য করতে সব সময় চেষ্টা করতাম, এখনও করি। তারপর, কাজ করতাম আর কিছু দিন পরপর আমি মূল্য বাড়ানোর জন্য বলতাম। বায়াররাও আস্তে আস্তে রেটও বাড়াতেন কোন রকম কথা ছাড়াই। এবং কিছু কিছু করে এখন বায়ারদের থেকে ন্যায্য পাওনাই পাচ্ছি। :) কারন আমার সাথে কাজ করতে করতে তারা কাজের মানটাকে বুঝতেন। আর বুঝবেন না বা-ই কেন? আমিতো কাজ করছি তাদের জন্য, তারা যদি আমার থেকে তাদের কাজ আদায় করে নেন ভাল মতই তাহলে তারা অবশ্যই আমাকে মূল্যায়ন করতেও কার্পন্য করবেন না এবং বর্তমানে করেনো না।

আসলে যেকোন কাজে মূল্য নির্ধারনের মূল বিষয়টি নিজের কাজের মানের উপরেই নির্ভর করে। হয়তো অনেকেই আপনাকে বলবে, আপনার তো এই কাজটি করতে সামান্য সময়ই যথেষ্ট্য। তাহলে এতো দাম হাকাচ্ছেন কেন? কারন এটা ব্যবসায়ের একটি ঐতিহ্যগত প্রথা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে, ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে দর কাষাকষি। উপযুক্ত ছোট উদাহরনের মাধ্যমে ব্যাপারটি আলোচনা করছিঃ

ধরুন, আপনি একজন ইলেক্ট্রিক টর্জ মেরামতকারী। প্রায় বিকল/নষ্ট একটি টর্জ নিয়ে একজন আপনার কাছে এসে তার সমস্যার কথা জানালো। আপনি সমস্যাটি বুঝে কয়েক মিনিটেই ঠিক করে দিলেন। পরিশ্রমিক হিসাবে আপনি দাবি করলেন ১০০ টাকা। এখন টর্জ এর মালিক আপনাকে প্রশ্ন করে বসলো, "স্ক্রু টাইট দেয়ারমত মাত্র কয়েক মিনিটের কাজের জন্য ১০০ টাকা দিতে হবে কেন? আপনি তো বেশি চাচ্ছেন। " তিনি এমনটা প্রশ্ন করতেই বা বলতেই পারেন। আসলেই ভিতরের ব্যাপারটিতো আর তিনি জানেন না। আপনার কাজ হচ্ছে তাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলা এইভাবে, "দেখুন, কাজটি কয়েক মিনিটের তা ঠিক। কিন্তু আপনি কি জানেন, এই কয়েক মিনিটের কাজটি করতে আমার কত দিন অন্য মিস্ত্রির পিছনে ঘুড়তে হয়েছে। কতদিন তার দোকানের বাবুর্চিগিরী করতে হয়েছে। কত দিন তার বাসার জন্য বাজার করতে হয়েছে। তারপর না তার কাছে এসব কাজ শিখার সুযোগ পেয়েছি তার যন্ত্রপাতি নাড়ার অনুমতি পেয়েছি। এখন আপনিই বলুন, আমার যতদিন, সময় এবং শ্রম ব্যয় করে এসব শিখেছি। তার কাছে এই কয়েক মিনিটের কাজের মূল্য কি আরো অনেক বেশি হতে পারে না?" :)

নিজের কাজকে অন্যের কাজে প্রেসেন্ট করতে জানুন। তাহলে, আশা করা যায় আপনার পণ্যের ক্রেতা যদি একজন সুস্থ মস্তিস্ক এবং বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি হন তবে, তিনি আর কোন প্রতি কথা না বলে আপনার পাওনা দিতে বাধ্য হবেন। আসলে এই উদাহরনটি শুধু মাত্র আপনার কাজের মানদন্ডকে মূল্যের সাথে তুলনা করতেই তুলে ধরা। :)

উদাহরণটি অনুসারে আমার যুক্তি: নতুনদের জন্য অনুস্মরনীয় !

১. নিজের কাজের মূল্য নিজেই নির্ধারন করবেন, তবে হুট করে অতিরিক্ত দাম হাকাবার মত ভুল করবেন না। একদম নতুন অবস্থায় আলোচনা সাপেক্ষে কাজ কাজ করবেন। কারন নতুন অবস্থায় নিজের কাজ সম্পর্কে ভালমত রিভিউ করতে না পারলে অযাথা মূল্য বেশি চাইলেও পাবেন না।

২. যেকোন কাজ কোন বায়ার এর সাথে শুরু করার আগে তার সাথে ভবিষ ্যতেও কাজ করতে পারেন বা সে দেয় এমন চিন্তা নিয়েই কথা বলবেন। আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে কাজের রেট বাড়ান।

৩. প্রথম অবস্থাতে যেকোন কাজের জন্য এবং স্থায়ীভাবে বায়ার ধরার জন্য কাজ কম রেটেই করতে পারেন , আবারো বলছি কম বলতে এমনটাই কম না যেটা আপনার জন্য ক্ষতি । তবে, কেউ আপনাকে বেশি রেট দিলে সেটা ভাল। বায়ার আর আপনার মধ্যে পারস্পানিক সম্পর্ক যেন ঠিক থাকে সেভাবে কাজ সম্পন্ন করে যাবেন। উভয়ই কাজের মূল্য এর ব্যাপারে আলোচনা করে স্থির করবেন। আপনার সাথে কোন বায়ারের মূল্য নির্ধারনে বার বার সমস্যা হলে তার সাথে কাজ না করাই ভাল। কারন, বাস্তবিকতার আড়ালে এধরনের বায়ারদের লেনদেনের কোন ভবিষত সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না। কারন কেউ ছাড় না দিলে ভবিষতে কাজ করার ইচ্ছাও জাগবে না। এ কারনে এই ধরনের মানুসিকতা না রেখে দুই পক্ষকেই সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করাটাই ভাল এবং সুদূর প্রসারি।

৪. বার বার ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলছি, হয়তো অনেকে বিরক্ত হচ্ছেন। কেউ হয়তো ভাবছেন, দুনিয়াতে এতো বায়ার থাকতে কেন ভবিষতে কাজ করার কথা বলছি, কারন হল: আপনি কাজ করছেন ঠিক আছে, হয়তো আপনি যে কাজটি পারেন সে কাজটির জন্য দাম এ ছাড় দিতে রাজি নন আপনি। এবং আপনার সেই কাজটি অন্যরাও সচরাচর জানে। তাই মূল্য কন্সিডার না করার কারনে কাজটি আপনি হারাতে পারেন, সাথে তার মাধেমে আরো অন্য বায়ার আসার সম্ভাবনাকেও। নিশ্চিত আয় থেকেও বিরত থাকলেন।

৫. এবার যদি আসেন দুই পক্ষের যোগ্যতা নিয়ে বলতে: তবে বলবো কেউ বিনা পয়সায় কিছুই অর্জন করতে পারে না। সবাইকেই অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু যখনই প্রোফেশনালিজম এর অন্তর্ভূক্ত হবেন এখানেই চিন্তা করে পা রাখবেন প্রথম দিকের পদক্ষেপ গুলো। যেমন, একজন ডাক্তার হয়তো লন্ডন থেকে ডাক্তারি পাশ করে আসছেন। লক্ষ টাকা খরচ করে নিজের চেম্বার সাজিয়েছেন। কিন্তু উনি সেবার বিনিময়ে কিছু দাম ছাড় দেন না বলেই হয়েতো "উনার চেম্বার ফাকা"! আপনি নিজে প্রথম বার হয়তো তার বেধে দেয়া দামেই দাত তুললেন কিন্তু, তার নাছোড়বান্দা দাম এর কারনে হয়তো পরবতীতে তার কাছে আর যাবেন না এবং অন্যদের কেও তার কাছে রেফার করবেন না। কি ঠিক বলছি কিনা? ;)

ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস "ফ্রীল্যান্সার" - টিউটোরিয়ালঃ পর্ব ১১(শেষ)

আমি প্রায় ৩-৪ বছর ধরে ফ্রীলান্সিং এর সাথে জড়িত আছি। সেই হিসেবে অনেকের থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে তবে বিশেষ করে নতুন করে ফ্রীলান্সিং শুরু করা নিয়ে প্রায়শই ফেসবুকে এবং ম্যানেঞ্জারে প্রশ্নের সম্মূখীন হই। অনেকেই হয়তো বলে বুঝাতে পারি না বা তারা কি করবে তাও বুঝে উঠতে পারে না। কারন একটাই তারা এই লাইনে একদমই নতুন। তাই তাদের থেকে ঘুরে ফিরে পাওয়া কিছু কমন প্রশ্নের সহজ সমাধান দিতেই আজকের এই পোস্টির অবতারনা। চলুন শুরু করি. . .

প্রশ্ন- ১: অনলাইনে কোথায় থেকে আয় করে এবং কিভাবে?

উত্তরঃ দেখুন অনলাইন এর আয় করার জগতটি অনেক বিশাল আপনি যেকোন খানে থেকেই আয় করতে পারেন। তবে হ্যাঁ! আয়ের ক্ষেত্র যতটা বড় তেমনি ভুয়া কাজদাতা সাইট বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কিন্তু অনেক কম নয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যেসকল সাইট ইন্টারন্যাশনালী স্টাটাস প্রাপ্ত এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিনিয়তই কাজ করছে, আয় করছে সেগুলো থেকে আয় করতে যাওয়াটাই উত্তম। যেমনঃ Freelancer.com, Odesk.com, Vworker.com, Scriptlance.com, 99design.com, Rentacoder.com আর ছোট ছোট কাজের জন্যও রয়েছে Microworkers.com. আপনার যোগত্যা অনুযায়ী যেকোন একটি বা একাধিক সাইট থেকে কাজ নিতে পারেন।

প্রশ্ন- ২: কোন সাইট গুলো বিশ্বাসযোগ্য?

উত্তরঃ নিজ চোখে কাজ পাওয়া এবং অর্থ পাওয়া না দেখলে অনেকেই এই প্রশ্ন করে। তবে, আপনার আশেপাশে যদি এমন কেউ থাকে যারা কাজ করছেন তাদের থেকে জানতে পারবেন কোনটি কেমন সাইট।

প্রশ্ন- ৩: কোথায় থেকে শুরু করবো?

উত্তরঃ এটি একটি কঠিন প্রশ্ন! আসলে শুরু নির্ভর করে সম্পূর্ণ নিজের উপরে। আপনি যদি কাজ জেনে থাকেন তবে এখনই শুরু করুন। আর যদি কিছু না জেনে থাকেন তবে কাজ শিখতে নেমে পড়ুন।

প্রশ্ন- ৪: কি কাজ শিখবো এবং কিভাবে, কোথায় থেকে?

উত্তরঃ ইন্টারনেটে কাজ করে টাকা কামানো অনেক উপায় আছে। আপনি চাইলেই সেগুলো থেকে কামাতে পারবেন কিছু জ্ঞান নিয়েই তবে যদি ভবিষ্যতেও সেই কাজ নিয়ে ক্যারিয়ার করতে ইচ্ছুক হন তবে ব্যতিক্রম কাজ শিখতে এবং তা করতে অভ্যাস করতে হবে। না হলে বর্তমানে কাজ করে টাকা কামাতে পারবেন কিন্তু কিছু দিন পর আপনার বর্তমানে কাজগুলো ট্রেন্ড থাকবে না এটা নিশ্চিত। এখন ভবিষ্যতে যে কাজগুলোর ট্রেন্ড থাকবে এখনকার চাইতেও বেশি সেগুলো হলঃ ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, এনিমেশন. ভিডিও+অডিও এথোরিং, থ্রীডি ডিজাইন, মোবাইল এপস ডিজাইন, ডাটাবেজ ডিজাইন, একাউনিটং সফটওয়্যার ডিজাইন, ক্রিয়েটিভ রাইটং সহ আরো অনেক কিছুই যেগুলোর চাহিদা আমদের দেশে হয়তো এখন নেই। তবে, বহিঃবিশ্বের সাথে কাজ করতে হলে আপনাকে জানতেই হবে। এবং ভবিষ্যতেও আপনি দেশেও এসব কাজের বাজার পেতে পারেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রোফেশনালী কাজ শিখায় এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই। তবে, আপনি যতটুকু দরকার তা আশেপাশে প্রতিষ্ঠান থেকে শিখে নিতে পারেন। যদি এমনটি হয় যে আপনি যা শিখতে চাইছেন তা আপনারা শহর কেউই শিখায় না, তবে আপনি বাংলা ব্লগগুলো দেখতে পারেন। যেখানে অকাতরে অনেকেই তাদের মেধা ও শ্রম দিয়ে শিখাচ্ছেন। সাথে নির্দিষ্ট বিষয়ের বই বাজার থেকে কিনে নিয়ে রপ্ত করুন। তারপরও যদি মনে করেন আপনার জন্য এতটুকুতেই শেষে না। তাহলে নেটের সার্চ করুন, নেটে এমন কোন টপিক নেই যেগুলো সার্চ দিলে খুজেঁ পাবেন না।

একটি কথা, আজকের যারা সফল বিভিন্ন সেক্টরে তাদের বেশির ভাগেরই ঐ বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠানিক কোন জ্ঞান নেই। প্রায় সবাই নিজের প্রয়োজনের তাড়নায় যেকোনভাবেই হোক শিখে নিচ্ছেন। তাই আপনাকেও আপনার তাড়নাকে বুঝেশুনে কাজ করতে হবে। আর হতাশ হবেন না কোন ক্রমেই। আপনাকে হেল্প করত সবচেয়ে বড় বন্ধু সার্চ ইঞ্জিন তো আজেই। :)

প্রশ্ন- ৫: কোন কাজ করলে বেশি আয় করা যায়?

উত্তরঃ আপনি আপনার জানা বিষয় দিয়ে সর্বোচ্চ আয় করতে পারেন। তবে, ডিজাইন রিলেটেড কাজ গুলোর ডিমান্ড অনেক বেশি এবং সামনের দিনগুলোতে আরও বাড়বে। এখানে লক্ষণীয় আপনি গ্রাফিক্স বা সফটওয়্যার ডিজাইনার হতে পারেন, তবে আপনার যদি ক্রিয়েটিভ কাজ করার সেন্স না থাকে তবে, তেমন আয় করতে পারবেন না। ক্রিয়েটিভ সেন্স সকল ক্রিয়েটিভ কাজের জন্য অপরিহার্য। এবং যে বিষয়েই কাজ করুন না কেন, আপনি যত অভিজ্ঞ হবেন এবং ক্রিয়েটিভ সেন্স এর অধিকরী ও দ্রুত কাজ শেষ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন আপনার আয় ততই বাড়বে যেকোন কাজেই।

প্রশ্ন-৬: কাজ শিখার জন্য কত দিন সময় লাগবে?

উত্তরঃ কোন কাজই চাইলেই শিখে ফেলা যায় না। সেই কাজটির জন্য আপনার ইচ্ছা কতটুকু বা আপনি শিখতে পারবেন কিনা এসব বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে। দেখুন...

আপনি যদি লিখালিখি মানে ব্লগিং থেকে আর্ন করতে ইচ্ছুক হন তবে, প্রাথমিক অবস্থায় আপনি কোন বিষয় নিয়ে ব্লগ লিখবেন তা আপনাকেই নির্বাচন করতে হবে। এবং সেই বিষয়টি কতদিন বা কতগুলো লিখতে পারবেন তাও আপনাকেই বিবেচনা করতে হবে। ব্লগিং এ এই বিষয়টি খুবই গুরুপ্তপূর্ণ। কি নিয়ে লিখবেন এবং কতদিন লিখে যেতে পারবেন তা নির্ধারন করতে পারলেই আপনি লিখা শুরু করতে পারেন। সাথে পালিশার প্রোগ্রামগুলো(যাদের মাধ্যমে আয় করবেন) কিভাবে কাজ করে, কিভাবে সেগুলোর একাউন্ট পেতে পারেন সব আস্তে আস্তে শিখবেন। তবে মূল বিষয় হলো আগে লিখার টপিক ঠিক কার এবং একাগ্রতার সাথে লিখে যাবার মানুষিকতা থাকতে হবে। তাহলেই সফল ব্লগার হতে বেশি সময় লাগবে না।

যদি আগের উত্তরের মত ডিজাইন রিলেডটড কাজ করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তাহলে নির্দিষ্ঠ বিষয়গুলো ভালভাবে রপ্ত করুন। একটি নির্দিষ্ঠ স্টেজ পর্যন্ত যা যাওয়া পর্যন্ত কাজে হাত দিবেন না। আবার পুরো শিখেই কাজ করবেন এমন চিন্তা নিয়ে থাকলে তা ঝেড়ে ফেলুন। কারন আপনি যতদিনে পূর্ণ শিক্ষা নিবেন(যদিও কোন কিছুই সম্পূর্ণ শিখা যায় না) ততদিনে আপনার সেই জায়গা অন্য একজজন ছিনায় নিবে প্রকৃতির নিয়মেই। তাই শিখার একটি নির্দিষ্ঠ স্টেজ এ চলে গেলেই আপনাকে কাজে নামতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে শিখুন।

প্রশ্ন-৭: ব্লগিং করলে কি নিজের ওয়েবসাইট কি দরকার পড়বে? পড়লেও সেটা কি ফ্রি নিবো নাকি পেইড নিবো? পেইড নিলে কিভাবে, কাদের থেকে ওয়েব সাইট আর হোষ্টিং নিবো?

উত্তরঃ আয় করার জন্য ব্লগিং করলে নিজের ব্লগ করতেই হবে এমনটা বাধ্যবাধকতা নেই। আপনি অন্যের ব্লগে লিখেও আয় করতে পারবেন। তবে, অন্যের ব্লগে লিখতে হলে আপনার লিখায় কোয়ালিটি থাকতে হবে। সাজিয়ে এবং নির্ভূল লিখার অভ্যাস থাকতে হবে। সর্বপরি, যার ব্লগে লিখবেন তাকেও আপনার প্রতি ইন্টারেস্ট তৈরী করাতে হবে।

আর যদি ব্যক্তিগতভাবে ব্লগ করে আয় করতে ইচ্ছুক হন তবে অবশ্যই নিজের ব্লগ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন ব্লগারদের আদর্শ হবে গুগলের ব্লগার.কম কে বেঁছে নেয়া। এতে আপনি সবকিছুই নিজের মত করে মোডিফাই করে আয় করার উপযোগী নিতে

পারবেন। যা ওয়ার্ডপ্রেস.কম এ করতে পারবেন না। আপনি ইচ্ছা করলে ব্লগার.কম এর প্রিমিয়াম ডোমেইন কিনে নিয়ে সংযুক্ত করে নিতে পারবেন। এটা গেল ফ্রী হোস্টিং এর ক্ষেত্রে।

পেইড ব্লগিং(ওয়ার্ডপ্রেস.অর্গ) এর ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই টাকা দিয়ে ডোমেইন, হোস্টিং কিনতে হবে। দেশের বাহিরে অনেক উন্নতমানের ডোমেইন এবং হোস্টিং কোম্পানী রয়েছে তবে আপনি পেপাল এবং ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ছাড়া তাদের সাথে লেনদেন করতে পারবেন না। তাই শুরুর দিকে আপনি দেশের থেকে এসব কিনতে পারেন।

আপনি চাইলে আমার থেকে ডোমেইন এবং হোস্টিং এর প্যাকেজ দেখতে এবং কিনতে পারবেন। আলাদা ভাবে ডোমেইন এবং হোস্টিং প্যাকেজ গুলো দেখতে পারেন।

প্রশ্ন-৮: আমি একজন ওয়েব এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে চাই, তাই কোন দিকে আগে এগিয়ে যাবো বা কোনটা সিলেক্ট করবো তা কিভাবে বুঝবো?

উত্তরঃ দেখুন একসাথে একাধিক বিষয় শিখতে যাওয়া মানে ভুল। প্রতিটি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে শিখাটাই ভাল। তবে, আপনি যদি ওয়েব ডিজাইনার হতে চান তবে আপনারকে একাধারে গ্রাফিক্স ডিজাইনারও হতে হবে। আর স্বতন্ত্রভাবে গ্রাফিক্স ডিজাইনার হলেও হবে।

গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে হলেঃ স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান থেকে শিখার পাশাপাশি অনলাইনেও চোঁখ বুলাতে হবে। যেসব সাইটগুলো শিখার জন্য পপুলার সেগুলো হলোঃ ১. www.photoshop-tutorials-plus.com, ২. www.photoshoptutorials.ws, ৩. www.photoshopessentials.com, ৪. http://www.tutorialized.com ৫. http://graphicssoft.about.com সহ নেটে সার্চ করলে আরো অনেক সাইট পাবেন য়েখানে ফ্রী শিখতে পারবেন।

ওয়েব ডিজাইনার হতে হলেঃ স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান থেকে শিখার পাশাপাশি অনলাইনেও চোঁখ বুলাতে হবে। যেসব সাইটগুলো শিখার জন্য পপুলার সেগুলো হলোঃ ১. www.w3schools.com, ২. www.htmldog.com, ৩. www.php.net, ৪. http://www.tizag.com, ৫. http://www.quackit.com, ৬. http://www.freewebmasterhelp.com ।

প্রশ্ন-৯: যারা গ্রাফিক্স ডিজাইন বা ওয়েব ডিজাইন বা উপরের ৪নং প্রশ্নের কিছুই জানে না তাদের জন্য অন্য কি উপায় আছে আয় করার?

উত্তরঃ অবশ্যই আছে! দেখুন কাজের কোন শেষ নাই এবং আমি লিখেও শেষ করতে পারবো না। তাই ফ্রীলান্সার.কম এর প্রোজেক্ট লিঙ্কটি ভিজিট করে দেখুন আপনার পছন্দের কাজ কোনটি হতে পারে।

প্রশ্ন-১০: কাজ করার পর পেমেন্টে আনবো কিভাবে?

উত্তরঃ প্রথমতঃ আপনি যে ফ্রীলান্সিং সাইটের মাধ্যমে আয় করবেন আপনার বায়ার আপনাকে সেই সাইটেই পে করবে। অথবা অন্যকোন পেমেন্ট ট্রান্সিকশন সাইটে। তবে, বাহিরের বায়ারের সাথে কাজ করলে অবশ্যই ফ্রীলান্সিং সাইটের মাধ্যমে কাজ নেয়া এবং পেমেন্ট নেয়াও উচিত। এত আপনার বায়ার কাজের পর আপনাকে পেমেন্ট করতে অস্বীকৃতি জানালে আপনি সেই সাইটে অভিযোগ করতে পারবেন। এবং সম্ভব হলে ডিসপিউট দেয টাকাও নিতে পারবেন।

ফ্রীলান্স সাইটে পেমেন্ট পাওয়ার পর আপনাকে আপনার অনলাইন একাউন্টে(মানিবুকার্স, পেপাল, ওয়েবমানি) ডলার ট্রান্সফার করতে হবে। সেখানে থেকে লোকালি কেউ কিনতে চাইলে অথবা দেশীয় ব্যাংকের মাধ্যমে নগদ অর্থ হাতে পেতে পারেন।

পিডিএফ বইটির টিউটোরিয়ালের এখানেই সমাপ্তি!!!

সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন। :-)

পিডিএফ বইটি নিয়ে অতিরিক্ত কিছু কথাঃ

বইটির সকল সর্বস্বত্ত্ব বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ব্লগের। ২০১১-তে যখন লিখতে শুরু করি তখন আর এখনের ফ্রীলান্সার সাইটের ইন্টারফেসগত কিছু পরিবর্তণ এসেছে। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো মিল নাও থাকতে পারে। তারপরেও চেষ্ঠা করেছি নতুন ফিচারগুলোকে সংযুক্ত কর বার। সাথে বানানগত যেকোন ভুল থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে বাধিত করবেন। বইটি নিয়ে সামনে আরো কাজ করবার ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু তা পাঠকগণের চাহিদা এবং আগ্রহের উপরে নির্ভর করবে।

বিশেষ দ্রষ্ঠব্যঃ বইটি সবার জন্য উম্মুক্ত এবং বিনামূল্যে বিতরনের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে। কেউ নিজের স্বার্থান্বষে পিডিএফ বইটি কারও নিকট হস্তান্তর করতে বিনিময়ে অর্থ বা অন্য কিছু দাবি করবেন না।

আপনি কি ব্লগার অথবা ফ্রীলান্সার? আপনি কি নিজের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট/ব্লগ ডিজাইন, প্রিমিয়াম হোস্টিং এবং ডোমেইন নিতে চাইছেন? অথবা রিসেলার হোস্টিং নিয়ে হোস্টিং ব্যবসায় শুরুর কথা ভাবছেন?

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.rangpursource.com

ই-মেইল করুনঃ info@rangpursource.com

সেল ফোনঃ ০১৯২১৪১৮৫১৮; ০১৭২৩৭৬৬৪৭৫